ধর্ম্মবীর মহম্মদ।

দৃশ্যকাব্য।

(মহম্মদের মেদিনায় পলায়ন পর্য্যন্ত)

"ভবায় নস্ত্বং ভববিশ্বভাবন্!
ত্বমেব মাতাহথ সুহৃৎ, পতিঃ, পিতা।
ত্বং সদ্গুরুর্ণঃ পরমঞ্চ দৈবতং
যস্যাহনুবৃত্ত্যা কৃতিনোবভূবিম ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত—১১ অ।

(৩৬)

২০ নং ফড়িয়াপুকুর ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র কর্ত্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।

১২৯২।

4. JUN. 13

কলিকাতা—৯৭ নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট,
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার এণ্ড কোং'র
নূতন বিজ্ঞান যন্ত্রে
শ্রীশ্যামাচরণ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

ভক্তি উপহার।

বিদ্যোৎসাহি

শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামান্য নবাব বাহাদুর

মুরশিদাবাদাধিপতি

শ্রীকর কমলেষু।

আজি আপনাকে "ধর্ম্মবীর মহম্মদ" উপহার দিতেছি! কি লিখিব—খুঁজিয়া পাই না! ভাষার অভিধানে উপহারের উপযোগী কথা পাইলাম না। * * * * * ভাবিয়া দেখিলাম—উপহারত লেখনীর নহে—উপহার প্রাণের অনন্ত উচ্ছাস! প্রাণের প্রগাঢ় প্রেম—হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তিস্রোত—নিঃশব্দে ও অসঙ্কোচে মুহূর্ত্ত মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গড়াইয়া পড়ে! আজি তাহাই হইল! আমিও নিশ্চিন্ত হইলাম!!

উপহার লিপি প্রায়ই প্রশংসা বাক্যে গ্রথিত হইয়া থাকে আপনার হৃদয় পরিপূর্ণ—আমি জানি—নূতন কিছুই বলিবার, নাই! অধিক আর কি বলিব—যে মহান্ ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন—আজীবন তাহাতেই ব্রতী থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকুন।

শ্রী—রচয়িতা।

দৃশ্যকাব্যোক্ত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

জেব্রিল	...	স্বর্গীয় দূত—মহম্মদের দীক্ষাদাতা
মহম্মদ	...	আবুতালিবের ভ্রাতষ্পুত্র- ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক।
আবুতালিব	...	মক্কাস্থ প্রধান ব্যক্তি—কোরিশির বংশ।
হাম্জা	...	আবুতালিবের ভ্রাতা
আলি	...	আবুতালিবের পুত্র
আবুবেকার	...	মক্কার সম্ভ্রান্ত নাগরিক
ওথমান	...	মহম্মদের জামাতা
ওমার	...	আবুজানের ভ্রাতষ্পুত্র
জিয়দ	...	খাদিজার ক্রীতদাস
হাবিব্ ইবিন্ মালিক		জনৈক স্বাধীন নরপতি।

(হাম্জা থেকে হাবিব্ ইবিন্ মালিক পর্যন্ত:) মহম্মদের শিষ্য।

আবুলাহাব	...	মহম্মদের বৈবাহিক
আবুসোফিয়ন	...	মক্কার শাসনকর্ত্তা
আবুজান	...	সোফিয়নের বন্ধু

(আবুলাহাব, আবুসোফিয়ন, আবুজান:) কোরিশির বংশীয় ও মহম্মদের শত্রু।

সারগিয়াস, ওয়ারকা	...	খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী—মহম্মদের প্রথম উপদেশক।

মহম্মদের অন্যান্য শিষ্যগণ, অন্যান্য কোরিশিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

খাদিজা	...	মক্কাস্থ সম্ভ্রান্ত বিধবা—মহম্মদের পত্নী
আয়েষা	...	আবুবেকারের কন্যা ঐ
রোকেয়া	...	মহম্মদের কন্যা।
ওম্‌জিমিযন্	...	আবুলাহাবের স্ত্রী।
হেন্দা	...	আবুসোফিয়নের স্ত্রী।

মহম্মদের বালিকা কন্যাত্রয়।

ধর্ম্মবীর মহম্মদ।

দৃশ্য-কাব্য।

প্রস্তাবনা।

[দৃশ্য—লোহিত-সাগর তটে ইনা গ্রাম।]

(তটে মহম্মদ উপস্থিত)

মহম্মদ—(স্বগত)

নিরব নির্জ্জন ঠাঁই !
স্তব্ধ রাণী প্রকৃতি সুন্দরী
বিলাইছে লাবণ্য নিরব !
জনহীন আবাসের প্রতিবিম্ব সাথি,
বক্ষে ধরি ধাইছে বারিধি
চুপে—চুপি নাড়ে তরঙ্গ অঞ্চল,
ঢুলে ঢুলে ঘুমাইছে কোলে !
পল্লী যেন নিদ্রায় বিভোল,
নাহি নড়ে নরনারি;

পশুপক্ষ অলক্ষ্য হইলায়!
প্রাসাদ কুটির পণ্য-বিথী হাট বাট
জনহীন জড়ের লক্ষণ!
পৃথিবীর কোলাহল যেন,
একেবারে হ'য়েছে নীরব!
অপার বারিধি তীরে তাই,
তাই আজি পূর্ব্বকথা উঠিছে জাগিয়া!
অনাহত বহিতেছে স্মৃতি!
জনমিনু জননীর কোলে,
কালরাহু গ্রাসিল জনকে!
পতিশোকে পাগলিনী,
রুগ্নশয্যা রচিল অমনি!
শুধাইল স্তনে ক্ষীর,
মমতায় লইল হেলেমা!
বাড়িতে লাগিনু দিনে দিনে!
পঞ্চম বর্ষের শিশু
মনে পড়ে—মস্‌বদ্‌ সনে,
খেলিতেছি কুতূহলে—
অকস্মাৎ কি যেন কি কথা,
স্মৃতিকক্ষে বাজিয়া উঠিল!
অজ্ঞাতে আমার,—
আপনা আপনি দেহ হইল স্তম্ভিত!

নিস্পন্দ পাষাণ খণ্ড, উঠিনু দাঁড়ায়ে!
আপনা আপনি আঁখি,
আকাশের পানে উলটিল!
ফাটিল অম্বরদেশ ঝরিল তড়িৎ!
হিরণ্ময় দেবদূত দুটী,
বিস্তারি বিপুল পাখা—লাগিল নামিতে!
সূর্য্যতেজ হারিল প্রভায়!
কোলে তুলি বিদারি উরস,
মলিন আত্মাটি মোর,
পাখালিল অমৃত ধারায়!
দীপ্ত চক্ষে দেখিনু আবার,
যথাস্থানে থুইল আত্মায়!
দ্বিধাবক্ষ বদ্ধ হইল পুনঃ!
নেত্রের পলক,
ফেলিতেই—পলাইল দূত!
রবিকরে মিলাইল যেন!
দিব্যজ্ঞানে দেখিনু বালক—
জন্ম মম জগতের কল্যাণ কারণ!
সেই দিন হোতে,
খুঁজিতে লাগিনু চিত্তে চিণ্ময় পুরুষে!
জননীর ফুরাইল দিন!
জরাগ্রস্থ পিতামহ,

জ্যেষ্ঠতাতে অর্পিলেন অনাথ বালকে!
বাণিজ্যের সাথি,
ঘুরিতেছি পালক সংহতি!
বাসেনা সংসার ভাল মন!
হৃদয়ের রাজরাজেশ্বর,
কোথা পাব—সদা ভাবি তাই!
হে অনাদি আদি দেব!
অদম্য চিত্তের বেগ,
অনাহত ধাইছে চাহিছে তত্ত্ব সার!

(সারগিয়নের প্রবেশ।)

সারগিয়ন— কে মানব!
বিস্ফারিত তেজস্-স্ফুর্ত্ত আঁখি,
শূন্য মনে শূন্য নিরখিয়া?
অভিশপ্ত পৌত্তলিক ভূমে,
কার তত্ত্বে ফিরিছ নির্ভীক?

মহম্মদ— সন্ন্যাসী প্রবীণ সাধু!
একি গ্রাম বারিধি বেলায়?
জনহীন—স্তব্ধ চারি ধার!
ভগ্ন অট্টালিকা সার—
ধ্বংশ অবশেষ কার কোপে?
জান যদি জনপদ কথা,

কহ জ্ঞানি—শান্ত কর চিত,
ব্যগ্র মন এ তথ্য জানিতে।
সারগিয়ন—বিষাদকাহিনী বৎস!
কহি শুন—ইলার দুর্গতি।
সম্ভ্রান্ত যিহুদা বংশ
অর্থ বলে হয়ে বলীয়ান,
লোহিত সাগর-তট বাছি,
এইখানে করেছিল বাস!
বিপরীত বুদ্ধি ধরি,
পৌত্তলিক নরনারি,
ব্রহ্মাণ্ডপতির কোপ করি উদ্দীপন,
সমূলে হইল নাশ—না হৈল বারণ।
তেয়াগি পদার্থ সার,
পরিহরি বিশ্বাধার,
আত্মদোষে ঘটাইল অনন্ত নিরয়!
ওই দেখ—দলে দলে পাপাত্মা-নিচয়!
মহম্মদ— ওকি সাধু!
দলে দলে শূকর বানর?
সারগিয়ন—শূকর বানর নয় যুবা!
ইলা অধিবাসি ওই সব!
স্বর্গস্থ পিতার কোপে
পরিণত হইয়াছে,

শূকরে প্রবীণগণ বানবে যুবক!

মহম্মদ— এই দশা পৌত্তলিক দলে!
হা আরব!
দেখিছ না সর্ব্বনাশ সম্মুখে তোমার!
তাই প্রাণ কেঁদে কেঁদে ওঠে?
প্রাণের অমূল্য নিধি,
তাই যেন,
হারায়ে ফেলেছি জ্ঞান হয়।
ব্যর্থ অগ্নিপূজা তবে,
তারেনা তারকা পাঁতি গ্রহ রবি শশী,
প্রতিমূর্ত্তি পাষাণের,
ছেলেখেলা—ইষ্টনাশ—অনন্ত নিরয়!!

সীরগিয়ন—সারতত্ত্ব চাহ কি যুবক?
জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিত আরব!
দীন দরিদ্রের কথা শুনিবে কি তুমি?
খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী আমি,
মনে সাধ,
অন্ধকারে বিতরি আলোক!
আদি গ্রন্থ বাইবেলে,
লেখা আছে আগ্নেয় অক্ষরে,
অনন্ত সে কথা বৎস!
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতি,

নিরাকার বিরাট পুরুষ
শূন্যব্যাপী পরম ঈশ্বর!!!
এক বিনা নাহি অন্য আর!

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[মক্কা—খাদিজার বাটি]

(খাদিজা ও জিয়দ উপস্থিত)

জিয়দ— কহ কথা ঠাকুরাণী!
আত্মাধিন ক্রীতদাস আমি,
এ রহস্য নারি যে বুঝিতে?
একি হেরি ভাবান্তর?
আন দিন আহ্বানি আমায়
স্থিরকণ্ঠে দেহত আদেশ?
একি আজ?

বলিতে বলিতে কথা,
হইতে না হইতে বাহির,
জিহ্বায় জড়তা আবির্ভাব!
দাসের সম্মুখে,
চাপিবার কি কথা আছে গো ঠাকুরাণী?
দীপ্ত আঁখি নিবু নিবু প্রায়,
নিম্নপানে দ্রুত চাহি,
কোপে কেন গ্রীবা সঞ্চালন?
অপরাধী কি আমি চরণে?
কথা রাখ সন্তানের,
অভয়দায়িনী মাতা মোর;
কহ কথা—হর ভয়—যা আছে কপালে!

খাদিজা— ভাল ভয় বাসিলি জিয়দ।
হাসি আসে কথা শুনে তোর!
কোপ চিহ্ন হেরিলি কি কিছু?
সন্তানের মত হেরি তোরে,
বলিতে চাহিনু যাহা,
লাজে তাহা হোলনা বাহির!
বুঝিলি না লাজের আভাষ?
বড়ই লজ্জার কথা,
লাজ খেয়ে কি ক'রে বা বলি?
অথচ জিয়দ,

তোর লুকাইলে কিছু হয়না উপায়!
লুকাইলে জ্বলিবে অন্তর!
পুড়ে প্রাণ হবে ছার খার,
হায় রে রমণী!
লুকাতে জানে না প্রাণে,
লুকাতে পারেনা বোলে লুকান কাহিনী!

জিয়দ— না পারিনু বুঝিতে কিছুই!
কি কথায় কাতরা এতই ঠাকুরাণী!
শিশুকাল হ'তে,
তব কোলে হয়েছি পালিত,
এ ভাব ত দেখি নাই কভু?
কাঁপিছে সর্ব্বাঙ্গ যেন,
কণ্ঠস্বর করুণে কম্পিত!
একি জ্বালা হোল গো জননী!
বল কি বলিতে আছে,
প্রাণ দিয়ে করিব পালন!
না বোলে বিরস মুখে,
অঞ্চলে ঢাকিলে আঁখি,
স্থির হয়ে রবনাক আর,
চক্ষে জল আপনি আসিবে,
আছাড়িয়ে পড়িয়ে কাঁদিব!
কহ—নহে থাকিতে পারিনা!!

খাদিজা— কাঁদিতে হবে না যাদু!
কহি শুন প্রাণের কাহিনী!
রমণীর প্রাণ—
প্রণয়ের লীলা রঙ্গভূমি!
প্রেম ব্রত ম'লে উদযাপন!
একে একে তিন পতি,
তুলে দিছি কালের কবলে!
পবিত্র প্রেমের খেলা,
পূর্ণ প্রাণে পাইনি খেলিতে
র'য়ে গেছে প্রণয়ের সাধ!
মাতিব খেলিব প্রেমে,
পুজিব পতির চারুপদ,
জাগিছে এসাধ সদাকাল!
আছিরে আশ্রয় হীনা ব্রততি মতন,
মনোমত পাইনি পাদপ এতদিন!
পাইয়াছি—তাই তোরে কহিনু জিয়দ্!
মিলাইয়ে দে দেখি আমায়!
লজ্জা খেয়ে কহিনু যখন,
দে দেখি মিলায়ে মোর প্রাণের দেবতা!

জিয়দ— এবড় কঠিন কথা দেবী!
কোথা পাব মনোমত,
সুবোধ সুশীল শান্ত,

পুণ্যবান দাতা মহাজন ?
স্বরূপ সুযোগ্য বীর,
সুবংশতিলক বিনা
কার করে তুলে দি তোমায় ?
পিতা বলা যারে তারে সাজে কি জননী ?

খাদিজা— সর্ব্বগুণে গুণবান্
মনোমত পেয়েছি জিয়দ !
মনে মনে ব'রেছি তাঁহায়।
সে রত্ন পাইলে প্রাণে,
আজীবন কাটাইব সুখে।
ভুলে যাব দুঃখ শোক,
হৃদি জ্বালা হইবে নির্ব্বাণ,
অবিচ্ছেদে পাইব দোঁহায়
প্রাণ ভোরে প্রেম বিনিময় !
মহম্মদে চেন কি জিয়দ ?
মর্ত্ত্যের দেবতা মহম্মদ !
সেই প্রাণ কোরেছে হরণ !!

জিয়দ— সত্য ঠাকুরাণি !
মনের মতন মোর বটে !
রতনে রতন মিলে যাবে !
নরশিরোমণি কর্ম্মচারি,
যৌবনের সার্থকতা তাঁয় !

গঠনে ধরণে রূপে,
মৃদুবাক্যে কর্ত্তব্য পালনে,
উপমা রহিত মনে হয়!
বংশ মর্য্যাদায়,
আরবের শীর্ষ অধিকারি!
খোরিসিয় কেনা ভাগ্যবান্?

খাদিজা— শুধু রূপ গুণ নয়,
বংশ মর্য্যাদায় কিবা করে?
কি তেজস্বী দেখনি জিয়দ্!
প্রশান্ত পুরুষ,
অটল অচল মত সংসার বেলায়!
নরভাবে দেবত্ব মিশ্রিত!
চিন্তাময়—প্রশস্ত কপাল!
তীক্ষ্ণনেত্রে ছটা বাহিরায়!
কার্য্যে অবসর পেয়ে,
দেখেছি বসিতে চুপে গম্ভীর যুবকে!
উর্দ্ধনেত্রে—সে যে কি চাহনি,
মনে পড়ে—শিহরে শরীর!
সে পবিত্র ভাব,
প্রৌঢ়ার নয়নে বড় সুন্দর দেখায়!
প্রাণে প্রতিবিম্ব আছে,
দেখাবার হোলে দেখাতাম!

বক্ষে বোধ হয় বাছা,
নর দেবতার,
অগাধ অনন্ত প্রেম
লুকাইয়া—যেতেছে বহিয়া!
উচ্ছ্বাসের চাই অবসর!!
সাধে কি নিভান অগ্নি,
নূতন করিয়া জ্বালাইনু?

জিয়দ— নিশ্চিন্ত থাকুন তবে,
কৃতদাস করিবে সুসার।
সাগর সঙ্গমে তরঙ্গিণী,
ছুটে যায় লাবণ্যের লহরি তুলিয়া!
কার চক্ষে নহে তা সুন্দর?
কে নর জগতে,
নিরেট পাষাণ হেন?
থাকে যদি থাক্ সে মরমে আবরিয়ে!
আমার বাসনা অন্তর।
আমি চাই ঠাকুরাণী দম্পতি মিলন!
প্রতিবিম্ব সে ছবির,
প্রাণ খুলে দেখিব মরম দরপণে!!

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[মক্কা—খাদিজার বাটী—মহম্মদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষ।]

(মহম্মদ ও জিয়দ উপস্থিত)

মহম্মদ— স্বচ্ছন্দে বলিতে পার!
কি জিয়দ্ কি ইচ্ছা তোমার?

জিয়দ— সামান্য মনের কথা!
কার্য্যপটু সর্ব্বগুণাকর,
দেহে যৌবনের পূর্ণ ছটা!
একেলা কি হেতু মহাশয়?

মহম্মদ— কি করিতে কহ মোরে তুমি?

জিয়দ— জগতের জীবন্ত নিয়ম—
সমাজের আবশ্যক—
জীবনের পূর্ণাবলম্বন—
যা বিনে হৃদয় শূন্য স্বভাব কঠোর,
তায় কেন অবহেলা এত?
পুরুষের পাশে কেন প্রকৃতি অভাব!

মহম্মদ— কাজ কি সে বিষম বন্ধনে?

স্বাধীন চিত্তের বেগ,
যথাইচ্ছা কল্পনার খেলা,
সাধ করি শৃঙ্খল পরিয়ে,
কেন তায় করি বিসর্জ্জন?
বাড়াইতে প্রেমের রাজত্ব,
স্ত্রী বিনেত আরও আছে ভাই!
সংসার বিবাহ বেদী,
নরনারী প্রেমের আধার,
বিশ্বনাথ মূলমন্ত্র প্রেম পরিণাম!
সে সুখে পবিত্র সুখ,
সমাজ প্রথার সুখ নহে চিরন্তন!

বিধৃদ— পরিণত বয়সের কথা
পরিণাম ফল অন্বেষণ!
প্রথম বয়স চারু যৌবন সুন্দর
শিক্ষাকাল—দীক্ষার ত নয়!
প্রেমত কঠোর নয়,
নবনীত গঠন প্রেমের!
প্রেম শিক্ষা করা চাই পার্থিব আধারে!
রমণীর প্রেমের গঠন।
ভালবাসা উচ্চাশা প্রাণের!
রমণী প্রেমের শিক্ষাগুরু!
কি ভালবাসিতে পারে—কি সুন্দর আহা—

কি গভীর তত্ত্ব নারি প্রাণে!
শিক্ষাকর সুপবিত্র প্রেম
রমণীর প্রাণ বিনিময়ে!
নতুবা পাষাণে
ঝরিবে না কখনও নির্ঝর?
পিরীতি বিহীন শুষ্ক প্রাণ!!
কোন গুণে
বিতরিবে প্রেম চরাচরে?
কিসেবা দেবতা পূজা ভজন সাধন
কিসে হবে কি গুণে মজিবে?
আপনি না মাতিতে জানিলে,
অপরে মাতিবে কি দেখিয়ে?
পুরুষ—প্রকৃতি বিনা নিরস কঠোর!
শূন্য পূর্ণ কর মহাশয়!

মহম্মদ— সত্য যা বলিলে হে জিয়দ!
প্রেম গুরু রমণীই বটে!
মনুষ্য হৃদয় ভাল জান,
জান বটে
প্রেমের সরল গতি তুমি!
একেবার শূন্য প্রাণ,
সত্য বটে সদা হুহু করে,
প্রাণ যেন চায় আরো প্রাণ!

কিন্তু ভাই!
কে দিবে আপন প্রাণ মোরে?
ধনহীন দরিদ্র অভাগা আমি!
এ জগতে কে হইবে সাথি?
না আছেন জননী জনক,
কারে দেখে কে দেবে তনয়া?
উদাসিনে কে করে বিশ্বাস?

জিয়দ— যদি কোন রূপ গুণবতী,
আপনা আপনি আসি,
আপনায় আপনা বলয়,
যাচিকার ভাবে,
বিদুষি রমণী কোন যদি,
ভজনায় আপনায় সঁপে কায় মন!

মহম্মদ— এ রহস্য কেন হে জিয়দ্?
রঙ্গ করা তোমার কি সাজে?
গম্ভীর প্রকৃতি তব,
বালকের ভান কোন মুখে?

জিয়দ— সত্য বলি মহাশয়!
রঙ্গ নয়—দূতবেশে আমি!
চাহি অঙ্গিকার তব;
নতুবা কখন—তব সনে
এত কথা কহে কি জিয়দ?

যাচিছে রমণী কোন,
পূজিছে দেবতা তব তরে!
তব তরে উতলা অবলা!

মহম্মদ— কে সে নারি,
কার সাধ হ'তে চায় ভিখারী ঘরণী?

মিস্রদ— কর্ত্রী মম খাদিজা সুন্দরী!
শিহরে উঠিলে—কেন ভ্রুকুঞ্চন—একি?
নয়নে আশ্চর্য্য ভাব!
সত্য কথা—মিথ্যা নয়—
বাছেনা প্রণয় পদ মান,
চিত্তের প্রখর গতি,
অনাহত ধায়—কভু নাহি ফিরে চায়!
মজায়েছ রূপে গুণে,
পতিরূপে বরিবেন তিনি!

মহম্মদ— সত্য কি এ অদৃষ্ট লিখন?
সুসংবাদবাহি,
কি দিয়ে তুষিব তোমা?

মিস্রদ— আর কিছু নাহি চাই—
চাই সুধু আপনা সম্মতি!

মহম্মদ— কহ গিয়ে খাদিজায়—
আমাহেন যে মান দিতে আগুয়ান তিনি,
অনিচ্ছার কি সাধ্য আমার!

দরিদ্রের গলে,
পরায়ে দিবেন মণি মুকুতার মালা,
কোন মূর্খ চায় তায় ছিন্ন করে নখে?
পরিণয় পরিবর্ত্তে,
প্রাণ মন—শরীর যৌবন,
অর্পিতে তাঁহায় আমি রহিনু প্রস্তুত!
কি বলিব অধিক জিয়দ্
ভিখারীর রাজ্যলাভ হবে!
সার কথা—আমি হব—
পবিত্র প্রেমের রাজ্যে রাজরাজেশ্বর!
বিধাতা সহায় দেব!
শান্তির সমীরে ধীরে,
এক দেশ যাত্রি দোঁহে—
সংসার সাগরে তরি দিবে ভাসাইয়া!
অদৃশ্য ভাগ্যের সূত্রে,
বদ্ধ হোয়ে দুয়ে হবে এক!!
প্রথম— নমস্কার—আমি তবে দেব—
দাস বোলে মনে যেন থাকে।
[উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

[মক্কা—খাদিজার বাটি সংলগ্ন উদ্যান]

(বেদিকার উপর খাদিজা, নিম্নে মহম্মদ
নতজানু ভঙ্গিতে)

খাদিজা— চিন্তা আর নাই প্রিয়তম!
পাইয়াছি পিতার আদেশ—
তুমি রাজা হৃদয় রাজ্যের!
পার্শ্বে বসি একবার
ঢাল দেখি প্রেমমন্ত্র—শুনি,
কর্ণপথে চুপে চুপে গিয়ে,
হৃদয়ের প্রেমতন্ত্রী,
ধীরে ধীরে দিক্ বাজাইয়ে!
উল্লাসে ফুলিয়ে উঠে,
ললিত-লাবণ্যময়ী হই!

মহম্মদ— লাবণ্যের কি আছে অভাব?
রূপের নির্ঝর প্রিয়ে,
চোখে মুখে অঙ্গ সঞ্চালনে,

AF PIAL

উছলিছে নির্ম্মল মাধুরী!
কি জানি কি বুঝ প্রেম,
নারি সীমা প্রণয় মহিমা!
প্রাণের নিভৃত কক্ষে,
কে জানে কি আছে যে লুকায়ে!
অসাধ্য পুরুষে যাহা,
নারী তা সহজে টেনে আনে!
প্রেমশিক্ষা গুরু নারী,
প্রণয়ে গঠিত নারী দেহ!
অটুট অনন্ত ভালবাসা,
কে পারে বাসিতে বিনা সংসারে রমণী!
শিক্ষা দাও ভালবাসা,
ভালবেসে নিঃস্বার্থ ব্যভারে,
প্রেমে মাতোয়ারা কর মোরে!
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
নূতন করিয়া গঠ হৃদয় আমার!

খাদিজা— যৌবনের কি মাধুরী মরি!
আহা মরি মরি,
নিরমল কি তব অন্তর প্রাণেশ্বর!
ফুটন্ত গোলাপ যরি ফুটেছ কেবল,
ছোঁয়নি এখনও কেহ,
সুবাসে দিগন্ত সুবাসিত!

এ মধুভাণ্ডার তব,
কি অদৃষ্ট ফলে আজি আয়ত্তে আমার?
মিটাব মনের ক্ষুধা,
পিয়িব প্রণয় সুধা,
বিভোর হইয়ে রব ছুটিতে সদাই।
যাইব জগৎ ভুলে,
দেখাইব প্রাণ খুলে,
দেখিব স্বর্গের সুখ পাই কিনা পাই?

মহম্মদ— প্রেমই স্বর্গ প্রেমেই বিধাতা!
প্রেম বিনা কে পায় তাঁহায়?
নরনারী দোঁহে মিলি,
প্রেম ঢালি প্রাণের সহিত,
পার্থিব অনন্ত সুখ পায়!
সেই শিক্ষা প্রাণেশ্বরী।
পূর্ণ ব্রহ্ম সেই প্রেমদাস!
ভক্তের অমূল্য নিধি,
স্বার্থহীন অক্ষয় ভাণ্ডার—
পূজা প্রেম—সাধন প্রণয় তাঁর সনে!

খাদিজা— ধ্রুব তারা জীবনের তুমি মোর,
পেয়েছি তোমায় এতদিনে;
কত গান মনে আছে,
কত ভাব ভাবি দিবানিশি,

পূর্ণ হবে একদিনে সব!
বরণ করিনু প্রাণনাথ—
প্রাণ ভোরে দেখি মুখখানি!
কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ছটায়
বিভাসিত দেখি আঁখি দুটী!
অধরোষ্ঠ প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক!
দেবতার আভা ক্ষরে দেহে!
আঁখি আর ফেরেনা প্রাণেশ!
দেখি—দেখি—
এত দেখি—অপলক আঁখি—
তবুত মেটেনা আশা।
দেহে বাধিবার হোলে,
দেখিবার তরে—অহরহ,
রাখিতাম এ দেহে মিশায়ে!
অন্য সাধ সকলি মিটাব,
মিটিবে না ওই সাধ শুধু!!

মহম্মদ— প্রাণে প্রাণে
মিলন হইল যদি প্রিয়ে—
কি তত নয়নে প্রয়োজন?
অদৃশ্যে সে কি যে সে বাঁধনি,
কি গভীর নদীর সে বেগ,
চাহিনা কিছুই—

হাসিবে খেলিবে প্রাণ
দিবারাতি রবে এক ঠাঁই—
পলকে হারাবে প্রিয়ে কাছাকাছি এত!
দুটি ফুল ফুটে রব একটী বোঁটায়!!
আসি তবে প্রাণেশ্বরী!
প্রকাশ্য বিবাহ তরে আয়োজন চাই!
জ্যেষ্ঠ ভ্রাত পালক আমার—
অনুমতি ল'য়ে তাঁর—
সকুটুম্ব আসিব সভায়!

খাদিজা— বিলম্ব না হয় যেন!
অপেক্ষায় রহিব সকলে!
প্রমত্ত প্রাণের লীলা খেলা—
বুঝিতে ত পারিছ প্রাণেশ!
মুহূর্ত্তে বৎসর জ্ঞান—
ক্ষণেক বিদায় দিতে—
কত যেন বিষম ভাবনা!

মহম্মদ— পবিত্র প্রণয় রীতি এই!
দুটি দেহ এক হয়—
জ্যোর মতন—
তুমি আমি—এ দ্বিভাব ফুরাইয়ে যায়!!
[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

[মক্কা—মহম্মদের পাঠগৃহ]

(মহম্মদ ও ওয়ার্কা উপস্থিত)

মহম্মদ— পাঠ সাঙ্গ হইল আমার!
কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে এখন দেখি সাধু!
গঠিব নূতন করি ভাঙিয়া চুরিয়া
বিশৃঙ্খল বিকৃত সমাজ!
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে
জাগাইতে হবে নরনারী!
ধর্ম্মগন্ধ নাহি এ আরবে!
যার মনে যাহা ইচ্ছা
সেইতাহা সাধে গো অবাধে!
মেজিয় সেবিয় দুই দল,
ঈশ্বরের নামে,
দুই দলই করে অনাচার!
অগ্নি উপাসক কেহ,
কেহ বা নক্ষত্রে পূজে দেবতা মানিয়া!
পূর্ণব্রহ্মে না চায় জানিতে!

ওয়াবকা— বিজ্ঞবর!
খ্রীষ্টের বচন ধরি,
ধর্ম্মভাব কর উদ্দীপন!
অন্ধকার যাবে দূরে,
পবিত্র আলোকে প্রাণ হবে পরিষ্কার!

মহম্মদ— বল সাধু!
কযজন বুঝিবে বাইবল?
শান্তিপ্রিয় নাজারথ,
দিয়া গেছে শান্তি উপদেশ!
শান্তিপ্রিয় নরনারী,
শুনিয়ে বিভোল প্রাণে মেতেছে তখন!
সে কাল গিয়েছে চোলে,
আরবের অন্তর ভাব!
অসভ্য অদম্য বৃত্তি,
নিষ্ঠুরতা অঙ্গ আভরণ,
ভীতি বিনা—কেহ ফিরিবে না!
ভীতিভাবে ধর্ম্মের গঠন করা চাই;—
করা চাই বলে আবাহন!
সুসাধ্য গভীর তত্ত্ব,
সহজে কি লইবে আরব?
বদ্ধমূল পৌত্তলিক মত!
সে মত ফিরাতে,

দৈববল বিনা কার সাধ্য যে পারিবে ?

ওয়াব্‌কা— যীশুর পবিত্র প্রেম
বিলাইতে পার যদি ধীর !
চুপে চুপে প্রবেশি তা হোলে,
মাতাইবে আরবের প্রাণ,
যীশুমন্ত্রে—দলে দলে,
স্বার্থবোধে হইবে দীক্ষিত !

মহম্মদ— সাধু তুমি ! বল দেখি,
স্বাধীন চিত্তের গতি বোধা কি উচিত ?
হৃদয় বলিছে মোর,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে যীশু উপদেশ !
কেমনে তবে সে মন্ত্র,
পবিত্র বলিয়ে করি সমাজে অর্পণ !
বাইবেল মূল বটে মোর,
কিন্তু সাধু, প্রতিজ্ঞা আমার ;—
ওই মূল ল'য়ে,
গঠিব ইস্‌লাম ধর্ম্মতরু—
জগত ব্যাপিবে, পরে শাখা প্রশাখায় ॥

ওয়াব্‌কা— ব্যর্থ পাঠ—ব্যর্থ শিক্ষা তব !
ব্যর্থ মম আকাঙ্ক্ষা বিস্তর !
যে বাসনা ছিল মনে,
ফলিল না—হইনু নিরাশ !

ধর্ম্ম অনুরাগী ভাবি,
প্রাণপণে—শিক্ষা দিনু তোমা!
প্রত্যক্ষ দেখানু প্রেম,
মুক্তিপথ কৈনু পরিষ্কার!
অবশেষে এই হোল ফল!

[ওয়ার্‌কার প্রস্থান।

মহম্মদ— (স্বগতঃ)
জন্মভূমি!
কি দুর্দ্দশা হেরিগো তোমার?
বিষাদের অনন্ত আঁধার,
হেরি যে মা সর্ব্বাঙ্গে তোমার?
চক্ষে জল আসে গো জননী (তব),
অবোধ সন্তান গণে হেরি!
নর নারী পূর্ণতা বিশ্বের,
বিশ্বপাতা আদর্শে গঠিত!
কি ঘোর আঁধার!
কি ঘোরে ঘুরিছে মিছে ভাই ভগ্নিগণ!
কি অবস্থা শোচনীয়!
ধর্ম্মে ভালবাসা নাই!
ভাবিতে জানেনা ভব কারণ প্রধানে!
শ্রদ্ধা ভক্তি গিয়াছে ঘুচিয়া;

নিভিয়াছে বিশ্বাস অনল!
ঘরে ঘরে পৌত্তলিক,
স্বেচ্ছাচার খল খল হাসি,
দাপটে ঘুরিছে দেশে করে করবাল!
অহরহ করে সর্ব্বনাশ!
সূচিভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে,
নর নারী রয়েছে আবৃত!
কি হবে—কি হবে হায়—
কিসে পাপ হবে বিমোচন?
আয় ভাই—ভগ্নি আয়,
আয় কোলে—কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে!
স্বর্গস্থ পিতার ক্রোধ,
ক্রন্দনের রোলে আয় করি নিবারণ!!

(খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা— একি নাথ?
সজল লোহিত আঁখি কেন?
কি দুঃখে কাঁদিছ প্রিয়তম?
মহম্মদ— কি প্রেম শিখালে প্রিয়ে,
প্রেমে প্রাণ কাঁদিয়ে আকুল!
আরবের নর নারী,
প্রেমে মোরে করিল পাগল!

দিন কত রবনা আরামে,
যাব কোন নিরজন ঠাঁয়ে!
একা বসি ভাবিয়ে চিন্তিয়ে,
দেখি যদি পারি কিছু করিতে উপায়!
ধর্ম্মহীন নর নারী প্রিয়ে,
অসাড় অবশ পাপ রোগে!
কে ঔষধি দিবে তাহাদের!
সাধনায় সঁপিব এ প্রাণ!
দেখি সাধনের বলে,
ফিরাইতে পারি কি না,
মৃত্যুমুখ হোতে নর নারী!
তোমারে বিবাহ করি প্রিয়ে,
ধর্ম্মশিক্ষা করিলাম দ্বাদশ বৎসর!
বড় প্রাণ হৈল উচাটন!
রোকেয়া কন্যারে তুমি,
যতনে পালন কর!
সেই সাথি রহিল তোমার!
যাব আমি কিছুদিন তরে,
নির্জ্জনে সাধন করি,
জন্মভূমি করিব উদ্ধার!
এ সার্ব্বজনীন প্রেম
তোমারই কৃপাগে বিধুমুখি!

তুমি মম উৎসাহ প্রাণের,
তুমি প্রেম পূর্ণ প্রতিভায় !!

খাদিজা— যাও নাথ পর উপকারে !
ধরা ব্যাপি অনুরাগ তব !
প্রাণের সহিত তব,
প্রকৃতির পূত অনুরাগ !
এ মধু মিলন ভাব,
সঞ্চারিত কর নাথ সমগ্র আরবে !
প্রেমের পবিত্র মাদকতা,
আত্মার সে অমৃত উচ্ছ্বাস,
শিখাও সকলে !
প্রেমময়—অদৃশ্য পুরুষ,
উরিবেন—নর নারী প্রাণে !
উরিবেন—সাধক সেবায় !
আরব হইবে স্বর্গ !
তুমি নাথ পূর্ণ অবতার !

মহম্মদ— সুবচনি !
ভবিষদ্বাণী তব—হউক পূরণ ! |
আসি তবে কল্যাণদায়িনী !
কল্যাণ কামনা কর ধীরে !!

খাদিজা— এস নাথ !
পূর্ণ মনোরথ লয়ে ফিরিও আবাসে !!

[প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

[মক্কা—হেরা পর্ব্বত গুহা]

(মহম্মদ সাধনায় নিযুক্ত)

মহম্মদ— দুরন্ত পিপাসা পিতঃ—
ক্ষীণ কণ্ঠ—পিয়াসা প্রচুর !
কই নাথ লুকালে কোথায় ?
এইত অনন্ত জ্যোতি,
অগ্নিময় পুরান পুরুষ,
জ্ঞাননেত্রে—আত্মার সুমুখে,
উরিলে আনন্দময় ?
ভুলিয়ে ব্রহ্মাণ্ড-মায়া,
জগত জননী বোলে কাঁদিনু করুণে !
পঞ্চদশ বর্ষ একা বসি।
আত্মসত্ত্বা দিয়ে বিসর্জ্জন,
তন্ময় হ'য়েছি প্রভু !
কই প্রভু কই তুমি ?
এখনও যে দেখি আপনায় ?

প্রেমমন্ত্র দাও শিখাইয়া!
দাও দেব—রাতুল চরণ?
বড় জ্বালা—বৃশ্চিক দংশন,
সহেনা এ বিরহ দাহন!
বড় তৃষা—দাও প্রেমবারি—
আত্মময়!
আত্মারে ধবহ আঁটী,
ধরাপানে চাহে যে আবার!
সর্ব্বনাশ হয় যে গো পিতঃ!
বল দাও—বল দাও—
দুর্ব্বল মানব বোলে ঘৃণ্য কি তোমার?
আত্মাত আমার নয় পিতঃ!
তব অংশ—ত্যজ্য কভু নয়!
মিশাও মিশাও তূর্ণ,
নহে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদারিয়ে—
আত্মধন কর আহরণ!
কাঁদিছে অসংখ্য আত্মা ব্রহ্মাণ্ড ভিতর,
আনিয়াছি অশ্রুজল
জ্বলন্ত—উত্তাপে তার
প্রাণ মোর হ'তেছে অস্থির!
ধর অশ্রুনীর পিতঃ—ধোয়াব চরণ!
অসংখ্য পিঞ্জর ভাঙি,

তব আত্মা কবগো বাহিব ;
নতুবা এ দাসে দেহ বল,
পরমাত্মা বলে বলীয়ান্,
পাপেরে করিব মহামাব !
কলুষে বিকৃত চিত্ত পাইবে নিস্তাব !
আহ্—হোল পূর্ণ মনোবথ !
গভীর আঁধার ভেদী,
তীব্রতেজ ঝবিতে লাগিল।
উহুঃ মর চক্ষু—আব সহেনা যে দেব !
ঘুরিল মস্তক—কি উত্তাপ ঘোবতব ॥

(মূর্চ্ছা)

(জ্যোতির্ম্ময় গেব্রিলের আবির্ভাব)

গেব্রিল— নরদেব ! কেন অচেতন ?
কি সুধা করিছ পান মরি !
পাইয়াছ বিশ্বনাথে,
তন্ময় হইয়ে গেছ ভাই !
মাতুয়াবা প্রেমে দীন—দীননাথ কোলে
অলস ঘুমায়ে আছ—ত্যজিতে কাতর !
উঠ—জাগ—ডাকিছে জগত !
আপনা পাসরি এস—
অনন্ত ধামের মায়া কাটাও এখন !

ব্রহ্মাণ্ডে তোমায় প্রয়োজন!
উঠ—জাগ—দিব গুরুভার!!
(মহম্মদের মূর্চ্ছাভঙ্গ)
পেযগম্বর—চিনিলে কি মোরে?

মহম্মদ— স্বপ্ন দৃষ্ট গত মহাভাগ—
দেবদূত গঠনে প্রমাণ!
নর চক্ষু অগোচর,
ভাগ্য বলে দেখিলাম আমি!
কি আজ্ঞা অধীনে কহ দেব!

গেব্রিল— দেখ এ স্বর্গীয় বস্ত্র—
ঈশ্বরের লিপি তোমা প্রতি,
লিখিত ইহার গাত্রে আগ্নেয় অক্ষরে!

মহম্মদ— দেবভাষা—
জানিনা পড়িতে অজ্ঞ আমি।

গেব্রিল— অদ্বিতীয় ঈশ্বরের
লইয়ে পবিত্র নাম পড় কুতুহলে!

মহম্মদ— (পাঠান্তে)
শিরোধার্য্য আদেশ প্রভুর!
প্রাণে গাঁথি রাখিলাম পিতঃ!!
কোরাণের মূল মন্ত্র এই!
এই মন্ত্রে
মাতাইতে বাসনা আবর!!

আহা পাপ কবে হবে দূর ?
কবে পুণ্য—পিঠে বসি বাজাবে বাঁশরী ?
কবে বা জগতবাসী নোয়াবে মস্তক ?
স্বর্গস্থ পিতার প্রেম,
কবে বা ব্রহ্মাণ্ডময় হবে ছড়াছড়ি !
আসিবে কি কখন সে কাল ?

গেব্রিল— পেয়গম্বর মহম্মদ সাধু !
তব চেষ্টা হবে ফলবতি !
ভয়, শোক, ঘৃণা, লজ্জা,
রিপু ছয় তেয়াগী ধরায়—
উৎসাহে ফুলায়ে বক্ষ
ঈশ্বরের সুপবিত্র নাম—
প্রকাশ করিতে হও বদ্ধ পরিকর !
সাথে সাথে ফিরিবেন তিনি,
অগণ্য অরাতি মাঝে,
দোর্দ্দিণ্ড প্রতাপে প্রভা হবে বিকীরণ !
একটী কটাক্ষে তব,
কত শত ধনুর্দ্ধর,
কত শত বীর নৃপতির,
দৃঢ় সিংহাসন, ছত্র দণ্ড ও মুকুট
রেণু রেণু হইয়া উড়িবে।
ধর্ম্মের পতাকা সাধু

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইবে উড্ডীন!
জগতে ইস্‌লাম ধর্ম্ম হইবে প্রধান!

মহম্মদ— দণ্ডবত দেবদূত!
ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ দাস
চলিল জগত মাঝে চরণ সহায়ে!
অসাধ্য সাধনে সাধ—
অনুতাপ অশ্রুজল করিতে সঞ্চয়
চলিনু—সাহসে বাঁধি বুক।

[প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[মক্কা—আবুলাহারের বাটী]

(আবুলাহার ও ওমজিমিয়ন উপস্থিত)

(আবুসোফিয়ন ও হেন্দার প্রবেশ)

আবুলাহার—অভ্যাগত অতিথি আবাসে,
সাদরে আহ্বান কর প্রিয়ে!

ওমজিমিয়ন—এস ভগ্নি—দেহ আলিঙ্গন!
(হেন্দাকে আলিঙ্গন)

আবুসোফিয়ন—শুনেছ কি স্পর্দ্ধার কাহিনী ভাই!
মহম্মদ বৈবাহিক তব,
বিষম চাতুরি করি জানাইতে চায়
আরব জগতে নব ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক!
পিতৃপিতামহগণ
যে পথে গেছেন চলি—
সে পথের পরিবর্ত্তে,
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য গণ্ডমূর্খ দলে

স্বার্থপর চাহে নব বিধান লইতে !
কি ধৃষ্টতা—মার্জ্জনীয় নহে !
ঈশ্বর প্রেরিত বলি চাহে প্রকাশিতে !

হেন্দা— স্বধু কি একক মহম্মদ?
পৃষ্ঠবল—খাদিজা গর্ব্বিণী !
পিতৃব্য তনয় আলি,
ধনী আবুবেকার নির্ব্বোধ,
ত্যজ্যসুত ওথমান,
ক্রীতদাস জিয়দাদি মূর্খ কতগুলা
একত্র হোয়েছে—গুরু বলিয়ে তাহায় !
ইচ্ছা করে মহম্মদে,
ধর্ম্মদ্রোহী বলি দিই শূলে চড়াইয়া !

আবুলাহার—বিস্তৃত এ আরব সমাজে,
কি করিবে একা মহম্মদ,
কি করিবে—কয় জন বালক বালিকা ?
সমুদ্রে ফেলিয়ে লোষ্ট্র কি ফল পাইবে ?
শত আন্দোলনে বা অসংখ্য আবেদনে,
একপদ নড়িবে না আরব সমাজ—
যা আছে তা তেয়াগিয়ে,
অসম্ভবে কে করে বিশ্বাস ?

ওম্‌জিম্রিয়ন— আঁধারে ঘুরিতে কে চাহিবে ?
প্রত্যক্ষ দেখাতে পারে,

তবে পূর্ব্ব মত ছাড়ি—নতুবা কি দায় ?
অনাথ বালক,
কুড়ায়ে খাদিজা তারে বরিয়াছে বোলে,
আরবে সে চাহে বুঝি,
নিজের প্রাধান্য প্রকাশিতে !
বৃদ্ধ আবুতালেব নিরীহ
সম্বন্ধ না রাখে তার সনে !
খোরিশিয় বংশে কুলাঙ্গার !
পূর্ব্ব প্রথা চাহে পালটিতে,
সমুচিত বাধা দাও সবে,
অঙ্কুরে কণ্টকী লতা বিনাশই উচিত !

হেন্দা— উদ্ধতের অহঙ্কার শোন,
গেব্রিয়েল সহকারী তার !
কোরাণ ঈশ্বর লিপি,
অর্পেছেন স্বহস্তে উহারে !

সোফিয়ন— আরবের ঘোর অন্ধকারে,
দিবাকর রূপে মহম্মদ—
শিষ্যদল করিছে প্রচার !
কাঁপিছে ক্রোধেতে কায়,
এত গর্ব্ব—এত অহঙ্কার ?
ইচ্ছা করে—তরবারি ঘায়
সশিষ্য সমূলে দুষ্টে করিতে বিনাশ !

আবুলাহাব—উপায় চাহিত ভাই!
পাছে শেষে ঘটায় বিপদ?
দলবৃদ্ধি কোরে যদি লয়?
ওম্‌জিমিয়ন—চারিধারে করহ প্রচার
মক্কাময় ছুটাও সংবাদ!
ধর্ম্মনষ্টকারী শঠ স্বার্থপর বলি,
জানুক নগরবাসী—
প্রচারের ছলে যেথা করিবে গমন,
সেথায় সকলে যেন হাসিয়ে উড়ায়!
বৃদ্ধ অট্টহাস হাসি, যুবা তীব্র শ্লেষ,
বালকে ছুঁড়িবে খণ্ড প্রস্তর ইষ্টক,
বৃদ্ধায় করিবে গ্লানি, তরুণীতে গালি,
বালিকা উড়ায়ে ধুলা করিবে আঁধার!
প্রচারে পড়িলে বাধা,
ফুৎকারে উড়াবে জ্ঞানিগণ!!
আবুসোফিয়ন—আছে কি এমন মূর্খ
মূর্খের কথায় কভু করিবে বিশ্বাস?
যদি থাকে—সভা করি,
সমাজ হইতে তারে দিব খেদাইয়া!
তাতে শান্তি নাহি হয়,
গুপ্তহত্যা—নরবলি—ঘাতক আঘাতে
একে একে নিঃশেষ করিব দলবলে!

হেন্দা— মহম্মদ-কন্যা—বধূ তব—
নরপিশাচের সহ
সম্বন্ধ রাখাতে তব অনুচিত হয়!

ওম্‌জিমিয়ন—এখনি খেদাব তারে,
নববধূ আনিব অপর বংশ হ'তে!

আবুলাহার—অবিলম্বে বিদায় দেহগো তারে প্রিয়ে!
ধর্ম্মনষ্টকারী সুতা নয়নের শূল!

ওম্‌জিমিয়ন—তনয়ের সম্মতি লইয়ে,
চলিলাম বিদায় করিতে বোকেয়ায়!

[প্রস্থান।

আবুসোফিয়ন—আসি তবে আমি ভাই!
সমগ্র খোরিশগণে একত্র করিয়ে
ধর্ম্মরক্ষা হেতু কোন করিগে বিধান!
শীঘ্র যাহে শত্রুনাশ হয়
সে উপায় আমাদেরই হাতে!

আবুলাহার—আমিও যাইব চল,
দলপুষ্ট করা চাই বলে কি কৌশলে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[মক্কা—হেরা পর্ব্বতস্থ গুহাদ্বার]

(ওথ্‌মান ও মহম্মদ উপস্থিত)

ওথ্‌মান—খড়্গাহস্ত নাগরিকগণ প্রভু!
কেহ হাসে কেহ দেয় গালি,
কেহবা বিদ্রূপ করে তীব্র কথা ক'য়ে।
কোন কোন ধর্ম্ম অভিমানী,
মিছা তর্কে করে গ্লানি।
চারিধারে শত্রুতা প্রবল!
দুই দশ জন শুধু
বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে বিস্ময়ের ভাবে,
স্থির কর্ণে শোনে সমাচার!
নিরবে ভাবয়ে চিত্তে—ঘন গ্রীবা নাড়ি!

মহম্মদ— একদিনে হয় না প্রলয়!
সমুদ্রের নীর
একদণ্ডে কে পারে শোষিতে
গ্লানি, গালি, তীব্র শ্লেষ,

প্রহার পর্য্যন্ত বাপু হইবে সহিতে ?
ঈশ্বরের কার্য্যে বহু বাধা।
বাধায় হইব অগ্রসর!
তাঁর লীলা কে পারে বুঝিতে ?

(ক্রন্দন করিতে করিতে রোকেয়ার প্রবেশ)

কেন বৎসে এ ভাব নিরখি ?
রোকেয়া— ভক্তির ভাজন তুমি পিতঃ!
তোমারে করিয়ে পরিত্যাগ
বিধর্ম্মী অমিতাচারী পতিরে লইয়ে—
পিতৃনিন্দা অহরহ শুনি
কি ক'রে রহিব বল শ্বশুর আলয়ে ?
তাই দেব আমার এ দুর্গতি!
মহম্মদ— বুঝেছি সকলি মাতঃ অবস্থা তোমার!
বৈবাহিক বিষনেত্রে চাহি,
আমার সন্ততি বলি,
দিয়াছে খেদায়ে তোমা ধনে!
কি তব বাসনা বল,
পতিরে কি পিতারে লইবে ?
রোকেয়া— পতির ঘৃণার পাত্রী হোয়ে
চিরকাল জ্বলা কি সঙ্গত ?
এহেন পিতায় ছাড়ি,

কি ফল লভিব লয়ে পিশাচ পতিরে ?
মাতার চরণ সেবা—পিতার প্রসাদ,
এই ব্রত করিব ধারণ !
পিতার সোহাগী আমি মাতার দুলালি,
আমারে সবে না অনাদর !
তাই ভাবি মনে মনে,
একবস্ত্রা আইনু চলিয়ে ! !

মহম্মদ— থাক মা আমার কাছে তুমি !
পুত্র হ'তে প্রিয়তর—
আদরের সামগ্রী আমার—
ভুলে যাও পূর্ব্ব পরিণয় !
পিতা আমি—আজি পুনঃ
দিলাম তোমারে ওথ্‌মানে !
ওথ্‌মান প্রবীণ যুবক—
জ্ঞান বৃদ্ধ কুলের প্রদীপ !
বৎস ওথ্‌মান, মোর—
ধর এই প্রীতি উপহার ! !

(রোকেয়াকে সম্প্রদান)

ওথ্‌মান— অবনত মস্তকে লইনু !
বক্ষের শোণিতে গুরু,
উপহার রাখিব মিশায়ে !

ধন্য আমি প্রভুর প্রসাদে!!

রোকেয়া— পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর!
পতিভাবে লইনু ধার্ম্মিকে!
ধর্ম্ম, পতি, পিতা, মাতা—
সবে মাত্র চিনিলাম জগত সংসারে!
এই ল'য়ে কাটাইব কাল!

মহম্মদ— যাহ গৃহে গৃহলক্ষ্মী মোর!
নবীন দম্পতি দোঁহে,
খাদিজায় করগে প্রণাম।

[ওথ্‌মান ও রোকেয়ার প্রস্থান।

মহম্মদ—(গুহায় প্রবেশ করিয়া জানু পাতিয়া উপবেশনান্তর)
বড়ই কাতর প্রাণ গুরো!
রক্ষা কর এ বিষম দায়ে!
উর দেব দয়াময়
উর হৃদে হও আবির্ভাব!
আত্মায় সাক্ষাৎ কর—
তব কার্য্য দাও শিখাইয়া!
ধর্ম্মবলে মহাবলী,
পড়ি যেন উল্কার মতন মহীতলে!
পাপের প্রবল স্রোত,
একটী গণ্ডুষে পিতঃ করা চাই পান!

নিশ্বাসে বহায়ে ঝড়,
নয়নে বসায়ে সৌদামিনী
বাক্যের অশনিনাদে দিগন্ত বিদারি,
করা চাই যুগান্ত প্রলয়!
সর্ব্বনাশ, বিভীষিকা,
হাহাকার—পাপীর ক্রন্দন,
অনাহত বহিছে ধরায়!
সহেনা সহেনা পিতঃ
সহেনা সে দৃশ্য ভয়ঙ্কর!
জ্ব'লে ওঠে প্রাণে দাবানল,
ভস্মরাশি প্রায় হয় হৃদয় কানন!
কত আর কাঁদিব বিনায়ে,
কাঁদিলে যে হৃদি জ্বালা বাড়য়ে দ্বিগুণ!
মূর্খ আমি,
ধর্ম্মসন্ধি শিখাও আমায়—
প্রেমভক্তি—বিশ্বাসের নীতি,
দাও পিতঃ দাওগো করুণাময় দাও
দাও দাস বিলাক্ জগতে!
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্রে—জাগিয়া উঠুক
পাপমৃত নরনারী—
জগতের কালশয্যা হোতে!
হ'য়েছে যে জীর্ণ জরা পিতঃ

বিষাদ বিকৃত চিত্র দেখা নাহি যায়!
সর্ব্বনাশ দুয়ারে দুয়ারে—— !

(গেব্রিলের আবির্ভাব)

গেব্রিল— ধর ধর ধর্ম্মোপকরণ সাধু!
গঠিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম ইথে,
এ ব্রহ্মাণ্ডে করগে প্রচার!
অতিক্রমি পদে পদে বাধা কি বিপদ
শত শত—
অদম্য উৎসাহে কর স্বধর্ম্ম প্রচার!

মহম্মদ— স্বর্গদূত প্রধান গেব্রিল মহাভাগ!
ধর্ম্মপথে এত বাধা কেন?
ফুটিতে না ফুটিতে অঙ্কুর—
অসংখ্য অরাতি কীট ঘিরেছে চৌদিকে।
গুপ্তভাবে রব কতকাল?

গেব্রিল— আঁধারে কি আবশ্যক আর?
প্রকাশ্য আলোকে তীব্র ছটায় উজলি,
অন্ধ কর অরাতি নিকরে।
ধর্ম্মপথ কর পরিষ্কার!!
বিশ্বপাতা পতাকা উড়াগে,
ফেরগে সদর্পে দলবলে!
অগ্নিসম সাথে সাথে

রহিবেন আয়েষ পুরুষ!
পাপরূপী পতঙ্গ প্রচুর,
পড়িবে হইবে ভস্ম নিমেষ ভিতরে!
ধর্ম্মের পসরা মাথে,
বিশ্বহাটে হাঁক দিয়া ফেরগে কৌতুকে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসিবে গ্রাহক!
দাওগে অনন্ত সুখ—
অনন্ত ধামের পথ দাওগে দেখায়ে!

মহম্মদ—
শিরোধার্য্য আদেশ পিতার!
যাঁর আজ্ঞাবলে চলে,
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, রবি, শশী, গ্রহ, তারা,
ভূচর খেচর ধীরে নির্দ্দিষ্ট রাহায়!
পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ তিনি মূলাধার!
প্রতিভূ আমার—নরনারীর নয়নে—
তাঁর তেজে তেজিয়ান আমি!!!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

[মক্কা—নগরপার্শ্ব—প্রকাশ্য স্থানে উচ্চভূমি]

(শিষ্যগণ-বেষ্টিত মহম্মদ উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান, নিম্নভূমে আবুলাহার, আবুসোফিয়ন, হেন্দা, ওম্‌জিমিয়ন ও অন্যান্য নরনারীগণ)

মহম্মদ— পাপক্লিষ্ট আরব সন্তান!
তেয়াগী জড়তা মোহ—সন্দেহ বিষম,
চূর্ণিয়া প্রস্তর পুত্তলিকা,
জাগ সবে নবীন জীবনে,
নবীন জীবন দানে আসিয়াছি আমি!
স্বর্গ হ'তে—ঈশ্বরের আদেশ বহনে
আসিয়াছি—আসিয়াছি পাপ সংহারিতে!
অদ্বিতীয় পুরুষ প্রধান,
একমাত্র—করহ ভজনা;
লভিবে অনন্ত স্বর্গ—নতুবা নিরয়!
নিরয় সে ভয়ঙ্কর—
সপ্ততলে বিভক্ত সে ভয়ানক স্থান!

মম ধর্ম্ম ভাণকারী—পাপী মুসলমান
পশিবে প্রথম তলে—দ্বিতলে খ্রীষ্টান—
য়িহুদী তৃতীয়তলে—চতুর্থে সেবিয়—
পঞ্চমে মেগিয়গণ—ষষ্ঠে পৌত্তলিক—
সপ্তমে নাস্তিকদল—অনন্ত যাতনা
সহিবে অনন্তকাল—নাহিক উদ্ধার!
কাষ কি নিরয়ে নরনারী,
এস আলিঙ্গন করি—এস ধর্ম্মে মোর!
একেশ্বরে করহ বিশ্বাস (সেই)
সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় কারণে!
মুক্তকণ্ঠে বল সবে—
লা ইল্লা ইল্ আল্লা—
মহম্মদ রছুলাল্লা!!

শিষ্যগণ— লা ইল্লা ইল্ আল্লা—
মহম্মদ রছুলাল্লা!!

ওম্‌জিমিয়ন্—বল সবে—তারস্বরে—
দেবতা নিন্দুক শঠ দুষ্ট মহম্মদ!

অন্যসকলে—দেবতা নিন্দুক শঠ দুষ্ট মহম্মদ—(ব্যঙ্গ চিৎকার)

মহম্মদ— জাগ ভাই—জাগ ভগ্নি—
স্থিরচিত্তে করহ বিচার!
ভুলিও না পাপ প্রলোভনে!
মনে কর বিচারের দিন—

শেষ দিন—শেষের সে দিন—
ঘিরে যাবে গভীর আঁধারে চরাচর,
উদিবে পশ্চিমে ভানু,
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ,
অসংখ্য তারকাউল্কা স্থানভ্রষ্ট হ'য়ে,
প্রবেশিবে গর্ত্তে বারিধির!
বিশৃঙ্খল হইবে সংসার চরাচর!
ইস্‌রাফিল দেবদূত ডঙ্কার নিনাদে,
পর্ব্বত বিদারী—সিন্ধু দিবে শুখাইয়া!
ভেরীরবে জীবশূন্য হইবে বসুধা!
আজ্রেল স্বয়ং শোবে কালশয্যা পাতি!
অমর অসংখ্য আত্মা,
সারি সারি ধরায় নামিয়া,
নিজ নিজ দেহ ল'য়ে—আউদর চুলে,
উলঙ্গ—পরীক্ষা স্থলে হবে অগ্রসর!
নিরীশ্বরবাদী—পৌত্তলিক,
বালুকায় ঘর্ষিবে বদন!
ধর্ম্ম পরায়ণ সাধু
শ্বেত-উষ্ট্র আরোহণে চলিবে ত্রিদিবে!
অগ্রে যাব আমি সবে পথ দেখাইয়া!
পবিত্র সে মনোরম ঠাঁই—
যাবে যদি—ধর ধর্ম্ম ভাই—

ধর এই কোরাণ ঈশ্বর লিপি খানি !
পাইবে অন্তিমে ঠাঁই বড় মনোহর !
সুবিস্তৃত হ্রদ তথা ঝরে নির্ঝরিণী,
স্রোতস্বতী বহে ধীরি ধীরি !
ফলে ফুলে ভূষিত কানন,
অট্টালিকা স্তরে স্তরে—কণক কুট্টিম,
বিজড়িত মাণিক্যে প্রাকার,
হীরকের বর্ম্ম তাহে প্রবাল খচিত !
ভোগের সামগ্রী নারী নব নিতম্বিনী
সারি সারি—নাচে গায় পরি !
নিষ্কাম হইলে তথা আরও সুখোদয় !
সাথি সদা ঈশ্বর তাঁদের !
এমন সুখের রাজ্য,
চাহ যদি, এস ভাই—এস ভগ্নিগণ—
ধর ধর্ম্ম ইস্‌লাম—
পূর্ণ মনোরথ হবে—আল্লার দোহাই !!
মিছা পুত্তলিকা পূজা,
মেজিয় মেবিয় দল দানবের ছায়া—
নক্ষত্র দেবতা নহে—অগ্নি দিবাকর
বিভুর চরণ ছটা !
আধারে ভজনা কর—মুক্তি চাও যদি !
বল তারস্বরে পুনঃ

লা ইল্লা ইল্ আল্লা—
মহম্মদ রছুলাল্লা!!!

শিষ্যগণ— লা ইল্লা ইল্ আল্লা—
মহম্মদ রছুলাল্লা!!!

সোফিযন— স্বার্থপর—পাপাত্মা পিশাচ!
দেবতা নিন্দুক দুষ্ট
পিতৃপিতামহ গ্লানি—নাহি রক্ষা তোর!
(প্রস্তর নিক্ষেপ)

মহম্মদ— হোক বজ্রপাত মম,
ঈশ্বরের কার্য্যে দিব অনায়াসে প্রাণ!
আল্লার প্রেরিত আমি—
জ্বলিছে অনল অঙ্গে মোর,
অসাধু হইবে ভস্ম সাধুর সঙ্গমে!!

হেন্দা— দূর্ হ আরব হোতে পাপি!
মজিবে না প্রলাপে কেহই!
গর্ব্ব চূর হবে তোর—পড়িবি বিপাকে—
ধর্ম্ম ত্যাগে—করি পদাঘাত!!

আবুলাহাব—চলহ নগরবাসি!
চল সবে করি পলায়ন!
দেবতা নিন্দার কথা কর্ণে দিয়ে ঠাঁই—
বিষম করিনু পাপ!
চল প্রায়শ্চিত্ত করি সবে!

হতভাগ্য উন্মাদ কথায়—কায নাই—
কায নাই—পাপের সংশ্রবে,
পাপবায়ু বহিছে হেথায়! !

[মহম্মদ ও শিষ্যগণ ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

মহম্মদ— প্রকাশ্য সভায় আজি,
প্রাণ খুলে দিনু সমাচার!
পিতৃদেব! পরম পুরুষ!
পাপের বিকৃত পঙ্ক হোতে,
উঠিতে চাহিবে নাকি একটিও প্রাণী?
ধর্ম্মদ্বেষী পিশাচ সঙ্গমে,
মরিতে চলিল দলে দলে;
ফিরাবার বল দাও দেব!
ভ্রাতৃগণ!
পারি না যে আর!
পারিনা যে হৃদয় মাঝারে,
লুকায়ে রাখিতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ বিষম!
এখনি শতেক জিহ্বা করিয়া বাহির,
চাহে পোড়াইতে ভাই
সামাজিক কুপ্রথা কুরীতি—
চাহে অগ্নি বিথারিতে দিগদিগন্তরে!
বল আজ ধর্ম্মভীরু!

আজিকার দিন হোতে—
কে চাহ দক্ষিণ হস্ত হইতে আমার ?
সহকারী, সচীব, সহায়,
দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী, ব্যথায় ব্যথিত ?
স্নেহময় ভ্রাতা হোতে,
তেয়াগী সংসার, পিতা, মাতা,
স্ত্রী, পুত্র, মমতা, মায়া—কে চাহরে ভাই ?
প্রাণ খুলে বল—বল—

আলি— আমি—আমি—আমি—
তব আজ্ঞা পালিবে এ দাস আজি হোতে !
সেবক হইয়া তব রব সাথে সাথে।
ধর্ম্মের লাগিয়ে কিম্বা আপনার তরে,
দিতে যদি হয় প্রাণ দিব অনায়াসে—
সঙ্গ তব ছাড়িব না আর। !

আবুবেকার—ঐ পথে পথিক ও এ দাস !

জিয়দ— উৎসর্গিনু আমারও জীবন !

অন্যান্য শিষ্যগণ—সবাই আমরা রব সাথে। !

মহম্মদ— আশা পূর্ণ হবে তবে ভাই !
এস সবে করি আলিঙ্গন ! !

[আলিঙ্গন ও সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

[মক্কা—কাবা মন্দির]

(আবুজান ও অন্যান্য খোরিশিয়গণের প্রবেশ)

আবুজান—পাপীষ্ঠ বিষম,

বিষম ব্যাপার বাধায়েছে,

পথে ঘাটে প্রচার করিছে অহরহ!

১ম খোরিশিয়—মহম্মদ—কে ওটাহে ?

২য় খোরিশিয়—আবুমোতালেব পৌত্র,

জন্মিয়াই গ্রাসিয়াছে বাপে!

৩য় খোরিশিয়—আরে মোলো—সেই ছোঁড়া ?

পথে পথে খেলিত উলঙ্গ হোয়ে যেটা ?

সেই ছোঁড়া করিবে উদ্ধার ?

স্বর্গের সংবাদ,

দুগ্ধপোষ্য বালকে দিতেছে!

এ বড় কৌতুক মন্দ নয়!

১ম খোরিশিয়—অবাক্ হোয়েছি ভাই,

বালকের স্পর্দ্ধা দেখে শুনে!
আবুজান— কৌশল কতই জানে শঠ!
গত কল্য বক্তৃতা সময়,
শিষ্য কটা অকস্মাৎ—
আনিল ভীষণ এক বৃষে,
বৃষশৃঙ্গে আবদ্ধ পত্রিকা দুইখান!
বলিল অমনি দুষ্ট!
পাঠালেন ঈশ্বর এ লিপি!
একি কম চাতুরি শঠের?
২য় কোরিশিয়—শুধু তাই!
আজিকার জাননা ব্যাপার!
কর্ণপুটে রাখি শস্য,
শিক্ষিত পক্ষীরে এক উড়ায়ে আনিল;
চঞ্চু প্রবেশিলে কর্ণে সেটা,
বলিল সবারে শঠ,
স্বর্গদূত পক্ষীবেশে আসি,
আল্লার আদেশ বলে গেল!!
অশিক্ষিত নাগরীকগণ—
অলৌকিক ক্রিয়া ভাবি,
শিষ্যত্ব স্বীকার করিল অনেকে!!
আবুজান— দেখ দেখি বিষম চাতুরি!
কৌশলে নির্ব্বোধ ভুলাইল!

ইবিন্ আল্ আস্—ভাই!
শ্লেষগীতি রচিয়া সত্বর,
বিলাও নগরবাসীগণে!
১ম খোরিশিয়—আবুতালিব আসিছে ওই!
কহ কথা আবুজান তুমি!

(আবুতালিবের প্রবেশ)

আবুজান—খোরিশ প্রবীণ মহাশয়!
ভ্রাতৃপুত্র তব মহম্মদ,
দেবনিন্দা করিয়া ফিরিছে রাজ্যময়!
হয় তারে কর নির্ব্বাসন;
নতুবা আমরা সবে,
সংহার করিয়ে তারে,
নিরাপদ করিব নগর!!
আবুতালিব—যথা ইচ্ছা করহ তোমরা!
প্রাণান্তেও আমি মহম্মদে,
পারিব না তেয়াগিতে কভু?
আদরের সে বড় আমার,
বার্দ্ধক্যের আনন্দ অতুল!!

(মহম্মদের প্রবেশ)

এই যে বাছনি মোর!

এ কি শুনি মহম্মদ ?
আবুজান কহিছে আমায়,
দেবনিন্দাকারী নাকি তুমি ?
ত্যজ বাপ চাঞ্চল্য মনের,
বক্ষের রতন তুমি মোর!!

মহম্মদ— সেকি তাতঃ! কি কথা কহেন ?
কেহ যদি তুষানলে,
দগ্ধ করি হত্যা করে মোরে,
তথাপি যেন গো স্থির,
দৃঢ় মন—প্রতিজ্ঞা কঠোর,
বিচলিত হবেনা কখনও।
মরণে করিয়ে ভয়,
কে কোথায় হয়েছে অমর ?
যে ধর্ম্ম পেয়েছি আমি,
আপনি ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন মোরে,
যে ধর্ম্মের বলে,
জ্বলিবে উজ্জ্বল দীপ—পুত্তলিকা পূজা
জলাঞ্জলি দিবে নরনারী।
সে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে
কে পারে অর্পিতে শ্রেষ্ঠতর ?
অটল প্রতিজ্ঞা মোর
অক্ষয় আত্মার সনে রহিবে অক্ষয়!

ত্যজিতে বাসনা হয়—
দিন তাত দিন গো বিদায়—
উদাসীন হব অবহেলে!

আবুতালিব—নাবে পুত্র এ জীবনে,
ছাড়িব না তোমা হেন ধনে!
জীবন দিয়াও রক্ষা করিব তোমায়!

[প্রস্থান।

মহম্মদ— কেন খোরিশিয়গণ!
পাপ ভরা কেন কব ভারি?
ফেলে দাও পুত্তলিকা—

আবুজান— কি বলিলি নরপ্রেত—
দেবতা মন্দিরে আসি দেবতার গ্লানি?
(প্রহার)

মহম্মদ— হে ঈশ্বর!
ক্ষমিও এ অজ্ঞান তনয়ে!

(হাম্‌জার বেগে প্রবেশ)

হাম্‌জা— একি বৎস মহম্মদ?
রক্তধারা কে বহালে দেহে?
আবুজান—আবুজান—তুই

এত স্পর্দ্ধা হইয়াছে তোর?
কে রক্ষা করিবে এবে?

[মহম্মদের প্রস্থান।

কার বলে এত বলবান তুই?
মহম্মদ ভ্রাতৃপুত্র মোর—
তার প্রতিশোধ লব আমি—
শাস্তি দিব এখনি পামর!
রক্ষা কর্—কার সাধ্য—দ্যাখ্!!
(অস্ত্রাঘাত ও আবুজানের পতন)
আয় তোরা—একেবারে সবে,
দেখি বীর্য্য কার দেহে কত?

আবুজান— ভাই সব! কাজ নাই!
কোরনা বিবাদ কেহ হামজার সনে!
মহম্মদে অপমান করি বিনা দোষে,
অপরাধ করিয়াছি—
প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে তার!

হামজা— নির্ব্বোধ তোমরা সব!
বলে কি কখন, ভাব' প্রতিমা পূজায়,
অনুরক্ত করাতে পারিবে মহম্মদে?
পাথরের পুত্তলিকা আমিও মানিনা,
সাধ্য থাকে এস সবে,
বিপক্ষতা আচরণ কর মোর সনে,

দেখি কার অঙ্গে কত বল?
এখনি ইস্‌লাম ধর্ম্ম করিব গ্রহণ!

[প্রস্থান।

(ওমারের প্রবেশ)

ওমার— একি দশা হেরি পিতৃব্যের?
১ম খোরিশিয়—মহম্মদ এ দশার মূল!
ওমার— তার কর্ম্ম?
তবে তারে নিশ্চয় করিব নাশ!
যেথা পাব করি অন্বেষণ?
২য় খোরিশিয়—তাত হবে বাপু!
ভগ্নী ভগ্নিপতি তব, সে মহম্মদের,
শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছে!
কি উপায় করিছ তাহার?
ওমার— তাহাদেরও করিব বিনাশ!
হস্ত শোভা নহে তরবারি!
পিতৃরক্ত হ'য়েছে বিকৃত—
কি ফল হইবে তার তিষ্ঠিয়ে জগতে?
দোঁহা রক্তে করি গিয়ে স্নান।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

পঞ্চম দৃশ্য।

[মক্কা—মহম্মদের গৃহ।]

(মহম্মদ ও খাদিজা উপস্থিত)

খাদিজা— (মহম্মদের ক্ষতস্থানে ঔষধি লেপন করিতেং)
হাঃ, নির্দ্দয় আবুজান!
নিষ্পাপ শরীরে কেন কৈলি অস্ত্রাঘাত?
দোষীত নহেরে মহম্মদ!
মহম্মদ মহান্ পুরুষ!
পর দুঃখে—কাঁদেন সতত!
পাপমুক্ত করিবারে নরনারীগণে
আত্মসুখে দিয়ে বলিদান,
ফিরিছেন আরবের দুয়ারে দুয়ারে!
কেন তাঁয় করিলি পীড়ন?
কোমল শরীরে ক্ষত,
আহা মরি কিঁ ঘোর যাতনা!
নাহিরে যাতনা বোধ—
প্রতিহিংসা ভ্রমেও ভাবেনা!

অহরহ ব্যাকুল হৃদয়ে,
করযোড়ে তুলিয়ে নয়ন ঊর্দ্ধদিকে,
মাগিছে ঈশ্বর কাছে স্বজাতি মঙ্গল!
মঙ্গলবিধান দেব!
রোগমুক্ত কর নাথে করুণা বিতরি!

মহম্মদ— সামান্য কারণে,
ডেক না প্রিয়সী পরমেশে!
তাঁর কার্য্য সকলি সুন্দর!
তাঁর ইচ্ছামত এ পীড়ন,
পীড়নে তাঁহার পথ হবে পরিস্কার!
সঙ্কল্প ত্বরায় সিদ্ধ হবে!

খাদিজা— ধন্য হৃদি লয়ে মর্ত্তে,
জন্মিয়াছ পবিত্র পুরুষ!
সহতায় হারে বসুন্ধরা তব কাছে!
জন্ম তব পর উপকারে!
ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ ল'য়ে,
কাঁপি নাথ তব সহবাসে!

(দ্বারে করাঘাত)

মহম্মদ— কে করিছে দ্বারে করাঘাত?

খাদিজা— সম্ভব অরাতি তব কেহ!

মহম্মদ— অর্গল খুলিয়ে দাও প্রিয়ে,

অসঙ্কোচে আবাহন কর সমাদরে!
শত্রু মিত্র কোরনা বিচার!!

(দ্বারের অর্গল মোচন)

ওমার— (প্রবেশ করিয়া)
কোথা গুরুদেব!
পতিত পাবন গুরো—ক্ষম অপরাধ!
অজ্ঞদাস—করিয়াছে পাপ!
ছাড়িব না এ জন্মে চরণ!

(মহম্মদের পদ ধারণ)

মহম্মদ— কে তুমি যুবক?
কি পাপের অনুতাপ তব?
ওমার— বিষম পাবকী আমি দেব!
তোমায় কুকথা কোয়ে,
সর্ব্বনাশ করেছি নিজের।
ক্ষমা চাই—ক্ষমবান্ শুনেছি আপনি!
অবতার! হর অপরাধ!
মহম্মদ— অনুতাপে মুক্ত হ'লে তুমি!
বল এবে আপনা কাহিনী!
ওমার— আবুজান পিতৃব্য আমার।
অপরাহ্নে আজি প্রভু মন্দির দুয়ারে,

আহত পিতৃব্যে,
পতিত হেরিয়া জিজ্ঞাসিনু !
শুনিলাম আপনি কারণ—
ক্রোধে কাঁপি—ছুটিলাম—
চলিলাম—ভগ্নির আবাসে,
আপনার শিষ্য শুনি নাশিতে তাদের !
পরে হোত আপনার পালা !
দেখিনু প্রবেশি কক্ষে,
পতি পত্নী পড়িছে কোরাণ !
ভগ্নিরে করিনু পদাঘাত !!
ছিন্ন মূল লতা মত পড়িল চরণে !
মূর্চ্ছিতায় শুশ্রূষা না করি,
ভগ্নীপতি ধীরে মোরে
জিজ্ঞাসিল—ওহো কি সাধুতা—
আঘাত করিতে পদে হ'ল কি বেদনা ?
স্তম্ভিত হইনু দেব !
বিস্ময় মানিনু মনে মনে !
ক্ষমাগুণ শিখিল কোথায় হেন সাধু ?
লজ্জায় পড়িনু বসি,
অনুরোধ করিনু কোরাণ পড়িবারে !
শুনিনু অমৃত মাখা কথা !
দানধর্ম্ম কাহিনী সুন্দর—

হৃদিতন্ত্রে করিল আঘাত মৃদু মৃদু!
ধর্ম্মে মজে গেল প্রাণ!
ধর্ম্মবীরে দেখিতে ছুটিনু!
শীতল হইল প্রাণ দেব,
হেরিয়ে মঙ্গলময় তব মুখপানে!
দয়া—মায়া—ক্ষমা—প্রেম—
ধর্ম্মভাব—অনন্ত প্রসাদ—
ঝরিছে কি মনোহর প্রসন্ন নয়নে!
দেহ—মন—আত্মা মোর—
তব কার্য্যে দিলাম ঢালিয়ে!
আত্মীয় স্বজন মায়া,
বিস্মৃতির অন্ধকারে রাখি,
তব—নব বিধানে মজিনু!
অকলঙ্ক পূর্ণ চাঁদে থুইনু হৃদয়ে!!

মহম্মদ— এস বৎস! করি আলিঙ্গন!

খাদিজা— উঠনা উঠনা নাথ!
ক্ষরিবে রুধির ক্ষত হোতে!!

মহম্মদ— আর ভয় নাই প্রাণেশ্বরী!
আরোগ্য হইল ক্ষত মোর!
ক্ষতের দোহাইয়ে দেখ,
মিলিল রতন মনোমত!
আরো কি যাতনা থাকে দেহে?

প্রিয়তর ওমার আমার,
নবধর্ম্মে হওরে দীক্ষিত।
স্বর্গীয় দূতের সারি মাঝে,
শূন্যে আবির্ভাব হ'য়েছেন পরমেশ!
ওই সবে আনন্দে বিভোর!!
জানু পাতি বসি ধীরে,
ঊর্দ্ধনেত্রে করযোড় করি,
মন্ত্রপাঠ কর মনে মনে।
লা ইল্লা ইল্ আল্লা—
মহম্মদ রচুলাল্লা!!
(ওমারের তথা করণ)

মহম্মদ—(দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে)
জয় জয় জগত কারণ!
পূর্ণব্রহ্ম পরম ঈশ্বর দেব—দেব!
আশীর্ব্বাদ কর এ নবীন আত্মাটিরে!
মুক্ত প্রায় প্রসাদে তোমার!!
উঠ বৎস! করি আলিঙ্গন!
প্রেমাশ্রু প্লাবনে,
করাইব স্নান তোমা ধনে। (আলিঙ্গন)

(জিয়দের প্রবেশ)

জিয়দ— সর্ব্বনাশ ঘ'টেছে বিষম!

দুষ্ট কোরিশিয়গণ হ'য়ে সমবেত।
শিষ্যগণ প্রতি তব,
নির্য্যাতন করিছে কঠোর!
দৃঢ়রূপে বাঁধি হস্তপদ,
তপ্ত মরুভূমে ল'য়ে,
অবিরত করিছে প্রহার!
ভয়ে তাপে কেহ কেহ
পুনঃ পৌত্তলিক হ'য়ে হ'তেছে উদ্ধার!
পণ্ড বুঝি হয় পরিশ্রম তব দেব!
অবিলম্বে আসিবে হেথায়,
ভাবে বোধ হয়,
পীড়ন করিতে সস্ত্রীক আপনায়!!

খাদিজা— কি হবে? কি করি প্রাণেশ্বর?
কি উপায়ে বাঁচাব তোমায়?

ওমার— তরবারি ধরি গুরুদেব,
ব্যর্থ করি অরির আয়াস!

মহম্মদ— কায নাই—রক্তপাত করি!
রক্ষা হব ঈশ্বর সহায়ে!
অধিকাংশ শিষ্যগণে,
পলাইতে বলহে জিয়দ—
লোহিত সমুদ্র পারে আফ্রিকার তটে!
আবিসিনপতি অতি ধার্ম্মিক খ্রীষ্টান!

নিরাপদে রবে সবে সেথা !
আমরা কজন,
চল যাই দুর্গে পিতৃব্যের !
জ্যেষ্ঠতাত দিবেন আশ্রয় সুনিশ্চয় !
ঘটিবে ঘটনা চক্রে,
ভবিষ্যতে যা আছে কপালে !!

[সকলের প্রস্থান।

(পটক্ষেপণ।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সন্ধ্যা—আবুতালিবের দুর্গপ্রাঙ্গন]

(ওমার ও ওথ্‌মান উপস্থিত)

ওথ্‌মান— নিরস্ত হইবে এইবার
শত্রুতাচরণে খোরিশিয় !
দেখা দেছে পূরব লক্ষণ !
দেখিল পিশাচদল,
প্রত্যেক ফুৎকারে তাহাদের,
গুরুর উৎসাহ বহ্নি,
না নিভিয়া জলিল দ্বিগুণ !
জ্বালাইল সমগ্র আরব !
পরিপুষ্ট দলবল,
ধর্ম্মমত ক্রমে সমাদৃত,
দেবভাবে স্বয়ং পূজিত,
হ'তেছেন প্রতি দিনে দিনে—
নিরাশাস দেখিয়া অরাতি !
মিলিতে গুরুর সনে,
কেহ কেহ করেছে মানস !

ওমার— না না ওথ্মান !
জাননা পিশাচদলে, তাই—
মঙ্গল ভাবিছ মনে তাই !
সোফিয়ন—দানব প্রকৃতি—
আবুজান রাক্ষসাবতার—
সহজে কি নিরস্ত হইতে পারে তারা ?
আগ্রহে তাদের—
সে দিন সমিতি এক হয়েছে গঠিত !
প্রস্তাব হ'য়েছে তায়,
ইস্লাম ধরমধারী গুরু শিষ্য সনে,
ত্যজিয়া সম্বন্ধ সনে,
আদান প্রদান প্রথা দিবে উঠাইয়া !
রহিত বিক্রয় ক্রয় আমাদের সহ।
এ অনুশাসন পত্র
কাবা মন্দিরের দ্বারে হয়েছে রক্ষিত !
এতই শত্রুতা যদি,
কিসে তবে ভাবিস্ কুশল ?

(রোকেয়ার প্রবেশ)

ওথ্মান— কহ প্রাণেশ্বরি !
গুরুদেব কোথায় এখন !
কি ভাবে কেমনে কাটে দিন ?

বোকেয়া — বিবাদ কাহিনী হায়
বলিতে বিদরে হৃদি নাথ!
অবরোধে যেন পিতঃ,
রোয়েছেন এ দুর্গ কারায়?
সশঙ্কিত সদা পিতামহ—
শত্রু মিত্র কাহারেও না দেন আসিতে!
যক্ষের নিধির মত রক্ষেন পিতায়!
প্রতিদিন শয়নের কক্ষ,
পরিবর্ত্ত হোতেছে পিতার!
সন্দেহে প্রবীণ সদা—
রাখি চোখে চোখে—হায় পলকে হারান।

ওসার— কহ ভগ্নি প্রভুর কি ভাব?
কি যন্ত্রণা সহিছেন তিনি শত্রু তরে?
ধর্ম্ম লাগি নিজ স্বার্থ দিয়ে বলিদান,
মর্ম্মভেদী বেদনা পাসরি,
কহ ভগ্নি—
জীবন্ত পাদপ হায় কি বেশে শুখায়?

রোকেয়া— আহা ভাই! মহাপুরুষের,
সে দেব লাঞ্ছিত কান্তি দেখিবে কি আর?
সে শান্ত মধুর হাসি,
অনন্ত সে লাবণ্য দেহের,
দুঃসহ ভাবনা ভারে গেছে শুখাইয়া!

ছায়া যেন আছে গো পিতার!
নিয়মিত আহার বিহার নিদ্রাভাবে,
অবসন্ন দেহ মন সদা!
চক্ষু মুদি ভাবেন সতত,
থাকি থাকি চমকি চাহেন চারিধারে!
সে চাহনি—হাঃ ওমার,
সে চাহনি—কেমন কেমন যেন পাগলের মত!
কে জানে কি ঘটে বা কপালে!
জননী আমার,
পতিশোকে শুথায়ে ক্রমশঃ দিন দিন,
ব্যাধি বুঝি আনেন ত্বরায়!
বাটির ভিতর—
দেখ শাড়া শব্দ কিছু নাই!
সমাধি কবর যেন নাথ!
প্রভুর আদেশে,
দাস দাসী সবাই নিরব!
মর্ম্মাহত এ দেব সংসার—
যাতনার জলন্ত প্রমাণ!!

ওমার— কি সর্ব্বনাশিনী মমতায়,
পৈশাচিক যন্ত্রণা বান্ধুর!
পরহিত তরে শুক্,
মুছাইতে অশ্রু জগতের,

কি বিপদে পতিত ওথ্মান?
আরবের নাট্য রঙ্গভূমে,
নৈরাশ্যের বিকট বদন—কিবা ঘোর দরশন,
অট্টহাসি খল খল—
শুনিয়ে শিহরে শুরু!
অকৃতজ্ঞ নরনারী,
ভালবাসে নরকান্ধকার!
না চায় আলোক নিজে—
চাহিলেও বাধা দেয় পরে!!
ভাবেনা চিন্তেনা চিতে পরকাল কথা!

ওথমান— পরলোকে সে পিশাচদল,
সপ্ত শীর্ষ নাগের দংশনে,
পরিত্রাহি করিবে চিৎকার!
বিষম আবর্ত্তোপরি সেতু পার হোতে,
নিম্নশিরে হইবে পতিত!
চক্ষু উপাড়িবে কাল কীট!
তপ্ত কালকূটে জলি,
পতি দেহ বার বার হবে ভস্মরাশি!!

(আলি ও আবুবেকারের প্রবেশ)

আলি— জয়ধ্বনি কর ভাই সবে!
উম্মাদের পতাকা তুলিয়ে

প্রাণ খুলে ধর সুখতান!
পবিত্র পুণ্যাহ মাস,
মক্কায় আসিয়া উপস্থিত এতদিনে!
যত সাধ আছে যার মনে,
পূর্ণ হবে বিধির ইচ্ছায়!
ঘুচিল প্রচ্ছন্ন ভাব,
খুলে গেল ধর্ম্মের দুয়ার!
নববিধানের ভেরী,
বাজাইয়ে চল রাজপথে!
রাজপথ নিরাপদ এবে!

আবুবেকার—পবিত্র পুণ্যাহ মাস—
আরবের উৎসবের কাল!
মাতিবে উৎসবে নরনারী,
বহিবে তরঙ্গ প্রমোদের!
শত্রুতা ভুলিয়ে সবে,
পরস্পরে দিবে আলিঙ্গন!
শত্রু মিত্রে রবেনা কিঞ্চিৎও ভেদাভেদ!
অভিন্ন হৃদয়ে—একপ্রাণে,
আরবের আবাল বনিতা বৃদ্ধ,
মঙ্গল উৎসবে মাতি,
দেবার্চ্চনা করিবে সবাই!
দুর্দ্দান্ত ঘাতক দস্যু,

স্পর্শিবে না অস্ত্র এ সময়!
পবন শক্রর কোলে,
নির্ভয়ে ঘুমাবে পরস্পর!
কার্য্যকাল আগত মোদের!
গুরুশিষ্যে নবোৎসাহে,
চল সবে করিগে প্রচার!

ওমার— বিধাতার অনুকম্পা ভাই!
এ সুবিধা তাঁরই ইচ্ছামত!
দেশ দেশান্তর হ'তে,
বিভিন্ন জাতীয় নরনারী,
মক্কায় হইবে সমাগত!
নববিধানের ধ্বজা,
উড়াইব দেশ দেশান্তরে!

(আবুতালেব, উভয়পার্শ্বে মহম্মদ ও খাদিজা, পশ্চাতে বালিকা ত্রয়ের প্রবেশ)

খাদিজা— দিন আর্য্য অনুমতি!
কার্য্যের এ প্রকৃত সময়!
ভ্রাতৃপুত্র তব,
নহে পিতঃ সামান্য মানব!
জগতের নরনারী তরে,
প্রাণ যাঁর কাঁদে দিবানিশি,

পাপের আঁধার ঘোরে,
বাঞ্ছা যাঁর প্রকাশিতে জ্বলন্ত ধরম,—
নিজ স্বার্থে দিয়ে বলিদান,
পর পরিত্রাণ হেতু আগ্রহ যাঁহার,
তাঁর চেষ্টা নহে কি মহত?
মহতের পরিণাম ফল পিতঃ বড়ই সুখের!

আবুতালেব—বধুমাতা!
বক্ষের শোণিত মহম্মদ!
কোন্ প্রাণে শার্দ্দূল আবাসে,
নিরীহ মৃগটী মোর দিই পাঠাইয়া?
কত শত্রু র'য়েছে পশ্চাতে!
আত্মরক্ষা করে না যে তায় মহম্মদ!

মহম্মদ— করুণাসাগর পিতৃদেব!
রক্ষা ভার লবেন ঈশ্বর এ দীনের!
ঈশ্বর প্রেরিত দাস—
সর্ব্বশক্তিমান—
অগ্নিবৎ রবেন ঘেরিয়া!
জ্বলন্ত অনল মাঝে থাকি,
জ্বলন্ত বিধানে দিক্ দিব জ্বালাইয়া!
পাপপ্রেত হবে ভস্ম শেষ!
আকুলহৃদয়ে নরনারী,
পুণ্যপথে হবে ধাবমান!

আশীর্ব্বাদ কর পিতঃ!
উপযুক্ত পেয়েছি সময়—
বহু জনাকীর্ণ হবে মক্কা আজি কালি!
আশীর্ব্বাদে তব দেব!
সত্য ধর্ম্মপথে মোরা ফিরাইব সবে!
অসাড়—নিস্তান প্রাণে,
দিব ঢালি বৈদ্যুতিক তেজ!
জ্বলিবে—আঁধার ভেদি—তীব্র তেজোময়—
অক্ষয় কোরাণ ধর্ম্মগ্রন্থ বিধাতার!!
নোয়াইবে সাগর পর্ব্বত শির,
নোয়াইবে—বিশ্ব চরাচর!
অনুমতি দেহ পিতঃ মিনতি ও পায়!

আবুতালেব—যাবে যদি একান্তই—
যাও বৎস—থেকো সাবধানে!
প্রাণের অমূল্য নিধি,
প্রাণে যেন ফিরে তোমা পাই!!
মর্ম্মাহত—মরণে মরি না যেন বাপ?
শান্তি দিও অন্তিম সময়!
চুপে চুপে কালকীট,
কাটিছে কণক কক্ষ—কে জানে কখন—
জীবলীলা সাঙ্গ হোয়ে যাবে!
যাও ফিরে আসিও ত্বরায়!!

মহম্মদ—　চল তবে ভ্রাতৃগণ!
চল সবে ধর্ম্মের সমরে!
ধর আঁটি সত্যের কৃপাণ করবাল!
কোরাণ বচনে কর সমর হুঙ্কার!
কেঁপে যাক্ জগত সংসার!
প্রচণ্ড উল্কার সম চল সবে রণে!
ঈশ্বর সহায় সাথে কি ভয় মরণে?

[সকলের প্রস্থান।]

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হাবিব ইবিন মালিকের শিবির।]

(উপস্থিত—হাবিব, সোফিয়ন, আবুজ্ঞান, আবুলাহার, হেন্দা, ওম্‌জিমিয়ন ও অনুচরবর্গ ইত্যাদি।)

সোফিয়ন—কি আর কহিব নবনাথ!
ক্রমে শঠ উঠেছে বাড়িয়া

মূর্খ শিষ্য কতগুলা ল'য়ে,
সনাতন ধর্ম্মনাশ করে!
লণ্ডভণ্ড করিছে—করিছে অনাচার—
পথে ফিরি করিছে প্রচার—
ধর্ম্মের অটল সিংহাসন,
টলাইতে বাসনা শঠের—
প্রবঞ্চক নাহিক দ্বিতীয় তার সম!

আবুজান— পিতৃপিতামহগণে,
অকথ্য কথন কহে ভূপ!
গ্লানি করে দেবতার নামে!
পবিত্র মন্দির দ্বারে করি পদাঘাত,
উচ্চ হাসে করয়ে কৌতুক!
না মানে আচার নীতি,
নাহি শোনে হিত উপদেশ,
প্রবঞ্চক বসায়ে পৃথক সম্প্রদায়ে—
উত্যক্ত নগরবাসী,
কুৎসিত ব্যবহারে পাপাত্মার!
সদুপায় কর নরনাথ!

জাবির— অবশ্য উপায় হবে!
শাস্তি তারে দিব যথোচিত!
আহ্বানিয়া আন তারে হেথা,

উপযুক্ত শিক্ষা দিব কিছু!

[অনুচরের প্রস্থান।

হেন্দা— এইবার শাসিত হইবে নরাধম!
বড় বাড় বাড়াইয়াছিল,
রাখিত না লঘু গুরু মান,
যাহা ইচ্ছা করিত হেলায়,
এইবার গুমান হইবে তার গুঁড়া!

আবুলাহাব— যে সে নয় নিজে নরনাথ!
বিচারে প্রবীণ বিজ্ঞ ধর্ম্ম আচরণে,
যুদ্ধে বিচক্ষণ বীর,
অদ্বিতীয় প্রবল প্রতাপে!
চূর্ণ হবে এইবার দর্প পাপাত্মার!
বিচারে জিনিয়া শির লবেন রাজন্!
অথবা কাটিবে কারাগারে আজীবন!
শিষ্যগুলা হইবে নিপাত!
সনাতন ধর্ম্ম আরবের,
নিরাপদ হইবে এবার!
বিষম জঞ্জাল দূরে যাবে!

হাবিব— অহঙ্কারি বড় কি সে শঠ?
অসম্ভব অসার কথায়,
মহম্মদ করে কি প্রচার?

ওস্‌জিমিয়ন—গর্ব্বিত শঠের শিরোমণি নরনাথ
পাপাত্মার সকলি অসার!
বলে সবাকার মাঝে,
ঈশ্বরের প্রেরিত জীবন্ত অবতার!
কথোপকথন হয় গেব্রিলের সনে
হাসি পায় শুনে তার কথা—
একি দাম্ভিকতা কম।

হাবিব— ওই কি আসিছে মহম্মদ?
রক্তবর্ণ পরিচ্ছদধারী,
অগ্রে অগ্রে কে আসে যুবক?

হেন্দা— আলি ওর নাম!
অর্দ্ধোন্মাদ বলিয়া বিখ্যাত!

হাবিব— পশ্চাতে ত ওই মহম্মদ?
কি তেজস্বী পুরুষ প্রবর!
চক্ষে বৈদ্যুতিক তেজ,
কটাক্ষ অন্তরভেদি যেন!
আগমনে অঙ্গ সঞ্চালনে,
ছটা যেন উছলে পড়িছে!
সত্য মহাপুরুষের মত!
ভাবে বোধ হয় যেন,
দৈববল আছে ওঁতে কিছু!

(আলি ও মহম্মদের প্রবেশ)

মহম্মদ— কার নিমন্ত্রণে আমি
আসিলাম শিবির ভিতর ?
হাবিব—(স্বগত)
কি গম্ভীর গবজন !
ইষ্ট মন্ত্র দেয় ভুলাইয়া !
(প্রকাশ্যে)
শুনিলাম নাগরিক মুখে,
আপনার পরিচয়,
ঈশ্বর প্রেরিত অবতার !
সত্য কি এ স্পর্দ্ধার কাহিনী ?
মহম্মদ— ধ্রুব সত্য মহাভাগ !
প্রবীন আপনি দেখি—
কি হেতু এ জিজ্ঞাসা আমায় ?
হাবিব— কি বিশ্বাসে কহি অবতার ?
জগতের নরের অপেক্ষা,
কি মহত্ব আছে আপনার ?
মহম্মদ— এই ধর্ম্ম গ্রন্থ খানি,
যথাইচ্ছা দেখুন খুলিয়া !
কোরাণ—ঈশ্বর লিপি এই !
মূর্খ আমি জানে সর্ব্বজন—

কি মহত্বে লিখিনু বিধান—
জ্বলন্ত কাহিনী সত্যধর্ম্ম প্রেমময়!
বিশ্বাসে পাইবে পরিত্রাণ—
নরনারি শিখিবে সন্ধান মুকতির!!

হাবিব— কোথা এতে একেশ্বর অনন্ত বিরাট—
কি প্রমাণে করিব বিশ্বাস?

মহম্মদ— কি বিশ্বাব নরপতি তুমি?
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এই—
কার চক্রে চলিছে সমান?
স্বভাবের জ্বলন্ত প্রতিভা—
কার সত্তা করিছে প্রমাণ?
কার দেহ মহাশূন্য ওই—ওই—
ওই নরনাথ তব মস্তক উপরি?
কার চক্ষু রবি শশি—
কার রূপ দীপ্ত বৈশ্বানর?
মূর্খের দেবতা অগ্নি,
রবি শশি নক্ষত্র নিচয়!
বিশ্বের প্রকৃত মূল ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়!
আজ্ঞাবহ সকলি তাঁহার!
জলস্থল মরুৎ বিমান—
সাক্ষ্য দেয় সাপক্ষে তাঁহার!!

হাবিব— সাক্ষাৎ দেবতা পূজা কিসে অনুচিত?

অপ্রত্যক্ষ আকার বিহীন,
কি উপায়ে পূজিবা তাহায়্ !
মহম্মদ— সাক্ষাৎ দেবতা কারে কহ নবনাথ ?
ভাস্কর খচিত চারু,
প্রস্তর গঠিত পুত্তলিকা !
জীবনী কোথায় তার ?
অশক্ত যে নিজে তার পরে উদ্ধারিতে,
কি বিচারে কহ শক্তি পাই ?
পূজি পুত্তলিকা আশা পরিত্রাণে যাঁর,
ধৃষ্টতা সকলি—তাঁর আয়াস বিফল !
পৃথিবির বাল্যকালে,
বাল্য খেলা খেলেছে মানব !
আর কেন জ্ঞান বৃদ্ধ হোয়ে ?
ছেলে খেলা ছেলেতে খেলুক !
একেশ্বরে করহ সাধন—
সাধন ভজনে সাকার নিরাকার !
চক্ষুমুদে—একমনে,
ডাকিলে জগতনাথে—আত্মারাম আসি,
আত্মার সহিত কন কথা !
প্রত্যক্ষ এ—জ্বলন্ত প্রমাণ !!
আত্মার মিলন পূজা—প্রেমই স্বর্গলাভ !!
হাবিব— সাধু তুমি সত্য অবতার !

বিজ্ঞবর মহান্ পুরুষ !
তর্কে পরাভূত হোয়ে,
হৃদয়ের সহিত মিলায়ে তব কথা,
হইলাম তব অনুগামি !
করহ ইছ্‌লাম্ ধর্ম্মে এ দাসে দীক্ষিত !

মহম্মদ— এস ভাই করি আলিঙ্গন !
(আলিঙ্গন)
পরমেশ প্রভু পরাৎপর !
তবে ক্ষেত্র হইল বিস্তৃত !!
আর কেন—খোরিশিয়গণ !
শত্রু ভাব কর পরিত্যাগ !
এস আলিঙ্গন করি—
ছিটাইয়া দিই এস শিরে
নব বিধানের শান্তিজল !!

সোফিয়ন— জীবন থাকিতে নয় !
প্রবঞ্চকে কে করে বিশ্বাস !

আবুলাহার—স্বর্গ যদি যায় রসাতলে,
নড়িবে না অটল প্রতিজ্ঞা আমাদের !

হেন্দা— যে ডুবে ডুবুক পাপ নীরে,
আমাদের কি দায় এমন ?

ওম্‌জিগিয়ন—কি দায় লভিতে সখ্য তার
ঘৃণায়— ছোঁবনা অঙ্গ যার !

মহম্মদ— যাও ভাই ভগ্নি যথা মন!
একদিন অনুতাপে হইবে কাঁদিতে!
ভেবে দেখ—
নিরয় সে অট্টালিকা নয়—
তরল বিদ্যুৎময় অকূল পাথার!!
[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

[মক্কা—আবুতালেবের সমাধি মঞ্চ]

(উপস্থিত মহম্মদ)

মহম্মদ— আশ্রয় বিহীন এত দিনে,
হইলাম সত্য পিতৃহীন!
জন্মিয়াই জগতের কোলে,
হারালাম আরাধ্য জনকে!
পতি শোকে পিড়িতা জননী—
শিশুকালে গেলেন ত্যজিয়ে!

অনাথ অবোধ শিশু—
জ্যেষ্ঠতাত নিলেন কুড়ায়ে!
লাগেনি হৃদয়ে তাপ,
বুঝি নাই বিষাদ তখন!
যে আশ্রয় তরুতলে—
এতকাল ছিলাম বসিয়ে নিরাপদে—
হারে কালকীট ক্রূর—
অজ্ঞাতে আমার অনায়াসে,
সে বিশাল তরুবরে করিলি বিনাশ!
অপমানে—অভিমান ভরে,
ছুটিয়া আসিয়া,
কার শান্তিময় কোলে লুকাইব আর!!
কে হবে ব্যথার ব্যথি?
মৃদুবাক্যে শিরে কর দিয়ে,
কে আর করিবে শান্ত অশান্ত পরাণ?
জানি নাই ভাবি নাই মনে,
অদৃষ্টে আমার, শীঘ্র এত—
হারাইতে হবে জ্যেষ্ঠতাতে!
জ্যেষ্ঠ তাত—মায়ার সাগর—
ছিলেন ভিখারি ভাগ্যে রত্নগিরি প্রায়!
হা তাতঃ হা পুরুষপ্রবর!
আত্মা তব হউক অক্ষয়—

জ্বলুক অনন্তধামে দিব্য জ্যোতির্ম্ময়!
প্রতি দিন—অশ্রু উপহার,
লইয়ে আসিব তব কবর দুয়ারে!
কাঁদিয়ে ছড়াব ফুল,
কৃতজ্ঞতা ঢালিব প্রাণের!!

(কবরে পুষ্প নিক্ষেপ)

বালকের মত কাঁদি,
কি আর লভিব ফল পিতঃ?
মর্ত্ত্য মানবের প্রাণ,
তাই দহে এ প্রাণ আমার!

(আলির প্রবেশ)

এস ভাই কর অশ্রুপাত!
কাঁদিতে রহিনু তুমি আমি!
দুই ভাই পিতৃহীন এবে!

আলি— মর্ম্মাহত হ'য়েছি প্রাণেশ!
অমূল্য পিতার স্নেহে,
এতদিনে হইনু বঞ্চিত!
অন্ধকার সংসার নয়নে!
কে আর আছেবে ভাই,
মায়াচক্ষে হেরিতে আমায়?
এই খানে—এই ধরাতলে,

সঁপেছি জন্মের মত জন্মদাতা দেবে!
হেরিতে পাবনা আর,
সে সুন্দর—মায়ার মুরতি!

মহম্মদ— মুছ অশ্রুধারা আলি!
কাঁদিলে কি ভাই,
ফিরে পাবে সে মহাপুরুষে?
অশ্রুনীরে
কোমল হইত যদি কালের অন্তর,
তা হ'লে কি এ জগতে,
কাঁদিতে দেখিতে বিধবায়,
একমাত্র তনয় মরিত বিধবার;
মাতৃহীন হইত তনয়?
ঘুরিছে কালের চক্র—
ঘুরিবে—স্বভাবে চিরকাল!
জন্ম মৃত্যু জগতের জীবন্ত নিয়ম!!

(দ্রুত ওমারের প্রবেশ)

ওমার— গুরুদেব!
গুরুপত্নী পীড়িতা বিষম!
সংজ্ঞাহীনা—কহেন প্রলাপ থাকি থাকি!
উতলা সকলে ভাবি ভাবী!

মহম্মদ— জানি তা ওমার!

কালের দুন্দুভি,
আবার বাজিল বুঝি সংসারে আমার !!
একা কভু আসে না বিপদ বিষময় !!
[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

[মক্কা—খাদিজার গৃহ]

(মৃত্যুশয্যায় খাদিজা, একপার্শ্বে রোকেয়া ও বালিকা কন্যাত্রয়, পদতলে জিয়দ ও ওথ্‌মান, শিরোদেশে আবুবেকার উপস্থিত।

খাদিজা— দেবদূত—দেবদূত !
গুটাও বিশাল পাখা,
জ্যোতির্ম্ময় রাখ রথখানি !

অমৃতের নির্ঝরিণী—
ধীরে ধীরে ধুয়াও শরীর—
মালিন্য ধরার কর দূর !
ওকি দূরে ? মাণিকের মঠ—
ঝক্‌ঝকে হীরক সোপান সারি সারি !
প্রবাল খচিত পথে—ওকি—
দলে দলে উল্কাপিণ্ড যায় গড়াগড়ি !
ও সারথি—চিনেছি চিনেছি—
নবচক্ষে নূতন দর্শন—
সাধু আত্মা বিভব স্বর্গের !
এদিকে এ একিরে আবার—
মণ্ডিত কৌমুদী-কর শীতল উজল—
মহাশূন্যে দাঁড়ায়ে হেলায়—
লাবণ্য উজল নীল—
রবি শশী তারকা আঁখির—
নখ দন্ত নক্ষত্রের পাঁতি !
স্বচ্ছদেহ নির্ম্মল বিশাল কলেবর !
স্ফূরিত সুহাস দ্যুতি—
আহ্—ওমা—প্রাণেশ কোথায় ?
জ্বলিতে চাহেনা দীপ—নিবু নিবু প্রায় !!
রোকেয়া— ওমা মায়াময়ী !
অশুভ কি কথা কহ মৃদু ?

কেঁদে কেঁদে ওঠে যে মা প্রাণ!
আদরের মেয়ে কটী মোরা—
চক্ষু আড় করনি কখনও,
আজ কেন ফিরে না তাকাও?
মর্ম্মভেদী দারুণ বচনে,
সর্ব্বনাশ কহিছ কাহিনী!
চেয়ে দেখ জননী গো—
একটী বার ফিরাও নয়ন,
দেখ হুখিনীর মত,
অবুঝ তনয়া কটী—
চেয়ে আছে মুখ পানে তব,
ছল ছল ঝুরিছে নয়ন!
খাদিজা— একেলা পাঠায়ে মোরে,
কেন দেব চাহ হুজনায়?
ওই দ্যাখ—ওই দ্যাখ পিতঃ—
ওই মম সমাধি উপর—
স্থির নেত্রে—চাহিছে কে নব?
ধূলি ধূসরিত অঙ্গে কয়টী বালিকা—
রোদনে ফাটায় চরাচর—
ও কেরে—আমার
সন্তান হতেও প্রিয়তর—
ও জিয়দ্—কাঁদিস্‌নেরে আর!

ও জিয়দ্ ও বাপ আমার—
কান্না তোর—সরল হৃদয়—
মর্ম্ম হোতে—বাহিরিছে ফাটি!

জিয়দ— জননী গো—জন্মের মতন,
দেখা কি হইল সাঙ্গ শ্রীমুখ তোমার?
ওমা—চিনি নাই—পিতা মাতা,
জানি নাই—জগত মাঝারে,
তোমা বিনে স্নেহময়ী কে আছে আমার।
জুড়াইব কার কোলে আর?
তোমারে হারাই যদি,
মা বোলে ডাকিব—কারে আর?
মা বলা কি—ফুরাইবে ওমা দয়াময়ী?
দয়াময়—একি শেলাঘাত?
বক্ষ পাতি দিনু অবহেলে—
পঞ্জর করহ চূর্ণ—জীয়াও জননী!!

রোকেয়া— ওগো—ওগো—একি সর্ব্বনাশ!
কি দ্যাখ—কি—চিহ্ন এ কিসের—
উর্দ্ধনেত্র—অপলক—
ওমা—ফিরে চাও না মা—
কথা—কও—বকনা প্রলাপ!
আশা তবু থাকে জেগে—ও জিয়দ—ওকি—
কি দেখিছ—রুদ্ধশ্বাস—ওমা—মাগো—ওমা—

ওথমান— গুরুদেব না আসেন কেন ?
ধৈর্য্যহীন হ'লেম যে মোরা !
১ম শিশুকন্যা—ওমা আমি—
২য় শিশুকন্যা— কথা ক' মা—
৩য় শিশুকন্যা— নাওনা মা কোলে !
রোকেয়া— দুঃখিনী কন্যার কথা শোন্—
কোলে তুলে কর মা আদর—
কালিকার মত
বুকে রেখে কর্‌মা চুম্বন মেয়েদের !!
এত ডাকে না পেলে উত্তর,
আগে কত কোরেছি কাঁদিয়ে অভিমান,
মুছায়ে দিছিস্ আঁখিনীর—
আজ একি মা আমার—
এত ডাকে দিলি না উত্তর,
মা হ'য়ে মা—মা বোল ভুলিলি !
জিয়দ— স্বর্গীয় কি অকলঙ্ক জ্যোতি—
খেলিছে ছুটিছে দেখ
বর্ণহীন জ্বলন্ত বদনে জননীর !
এইত বিপদ চিহ্ন,
অদৃষ্ট ভাঙ্গিল বুঝি এতক্ষণে হায়
হায় বুঝি মা বলা ফুরায় !
না—না তা দিবনা হোতে,

আয় ভগি দাঁড়াই বেড়িয়ে ক'জনায়,
আসিতে দিবনা কালে,
ছুঁতে এলে—আগে ভাগে আমরা ছুঁইব!
শক্তি কত দেখিব কালের!

খাদিজা— কই কই—কই প্রাণেশ্বর?
শেষ দেখা বুঝি বা ঘটেনা!
তাঁর তরে—শুধু তাঁরে দেখিবার ছলে
বেঁচে আছি—বেঁচে আছি বারেক শুনিতে
শেষ চির বিদায়ের কথা—
কথা সে জ্বলন্ত শ্রীমুখের!
গিয়ে প্রাণ তাইত গেল না!
দেবদূত—শোন জ্যোতির্ম্ময়,
ঘিরে মোরে রহগো ক্ষণেক,
যাব—যাব—রবনা জগতে আর দূত!
গিয়ে সেথা—সে অনন্তধামে—আগুবাড়ি,
যাছি লব—পবিত্র আশ্রম—লভিবারে
পতি সনে—অনন্ত অক্ষয় স্বর্গবাস!

(ওমারের সহিত আলি ও মহম্মদের প্রবেশ)

রোকেয়া— দেখ পিতঃ দেখ সর্ব্বনাশ!
দিতে হ'ল জননীরে চির বিসর্জ্জন!
কালশয্যা পাতিলেন মাতা!

মহম্মদ— প্রাণেশ্বরি!
পূর্ণ কি হইল তব কাল?
জীবলীলা সাঙ্গ কি করিলে এতদিনে?
পৃথিবী প্রবাসকাল
ফুরাইল—চলিলে কি অদৃষ্টে আমার?

খাদিজা— পথশ্রান্ত বড়ই প্রাণেশ—
মরুভূমে কোথা পাব বিরাম আবাস?
যাই শান্তি নিকেতনে,
দেখাইয়ে দেছ পথ তুমি
সরল সহজ গম্য—
আপদের চিহ্ন কিছু নাই।
যে দেখা পেয়েছি এবে,
যে আলোক নাচিছে নয়নে,
মর্ত্ত তাহে অন্ধকারময়—
চিনিতে পারি না কারে—অস্পষ্ট সকলি!
কেবল তোমায় দেখি—জ্বলন্ত অনল!
দুটি হাত বক্ষে দাও—
চেয়ে থাক মুখপানে মোর!
আঁধারের আলো তুমি—দেখিয়া তোমায়—
উড়ে যাই—যাই—যাই—যাই—
সংসারের সকলি রহিল তব ঠাঁই!
আসি আমি—আসিও ত্বরায়–তুমি না–থ· (মৃত্যু)

বোকেয়া— কোথা গেলে জননী গো!—
কার কোলে দিলে তুলে সন্তান কটিরে?
ওগো মা আনন্দময়ী হইয়ে পাষাণী—
কাঁদিতে রাখিয়ে গেলে—চিরদিন তরে!

(সকলের রোদন)

মহম্মদ— অশ্রু আর হ'য়োনা বাহির—
কার তরে কে কাঁদে জগতে?
ফুরাইল সকলি আমার যদি,
চিরসাথি ফেলিয়া পলাল—
কাঁদিলে কি ফিরিয়ে পাইব?
মর্ত্তের রোদন রোল,
আজ্রেলের কর্ণে কভু বাজে কি করুণে?
বজ্রাহত মহীরুহ প্রায় আমি এবে!
দাম্পত্য প্রেমের লীলা—
সাঙ্গ হোল—সাঙ্গ হোল—জলন্ত জীবনী—
উৎসাহ অনল হোল অর্দ্ধেক শীতল!
রোগে শোকে, চিন্তার জ্বলনে,
চিরশান্তিময়ী মোর—
প্রেমের অনন্ত উৎস অকালে লুকাল!
ভাঙ্গিয়ে দে'গেল বুক,
লক্ষ্য হীন হইল জীবন!
সতী সাধ্বী ভাগ্যবতী—

তব সম কই কে ললনা—জগতের ?
পতি পুত্রী কুটুম্ব বান্ধব,
সকলের মুখ দেখে হাসিতে হাসিতে,
ফাঁকি দিয়ে—পলালে ত্বরিত—
আনন্দে—আনন্দময়—আনন্দ বাসরে—
চিরানন্দ করিতে সম্ভোগ !
যাও সাধ্বি—সাধু আত্মা তব—
দেবদূত করিছে বহন—
নির্ম্মল পবিত্র আত্মা পরমাত্মা পাশে—
যাও গিয়ে লভগে বিরাম !
বিরামদায়িনী ঠাঁই—শান্তিপ্রসবিনী,
শান্তিদাতা দিবেন প্রসাদ !
জ্বলিবে উজ্জ্বল দীপ স্বর্গ আলো করি !
সহিল না মালিন্য বিশ্বের,
কলুষের আঁচ না লাগিতে আত্মা গায়,
ধরায় পিছনে রাখি,
প্রাণ পাখী ছাড়িল পিঞ্জর !
স্বর্গ হোতে দেখগে কৌতুক—
পরবাস জালায় কেমন জ্বলি আমি !
কার্য্যভার বিধাতার,
কত কষ্টে নামাই—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে !
থাক সুখে অনন্ত সুখিনী !

অনন্তকালের তরে বিশ্বনাথ বাসে,
প্রাণ ভোরে করি সুধাপান,
স্বর্গরাজ্যে করগে বিহার !

জিয়দ— অন্ধকার জগৎ,সংসার পিতঃ নয়নে আমার !
মা বিনে কি গতি হবে মোর ?
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি হোল অন্তর্দ্ধান !
সোণার প্রতিমা জলে দিনু বিসর্জ্জন !
ভাসিলাম অকূল পাথারে !
দীন আমি মাতৃহীন হলেম সংসারে !
সংসার শ্মশান—শক্তি হইল নির্ব্বাণ !

১ম কন্যা— কোথা পিতঃ কোথা বল মা গেল আমার ?

২য় কন্যা— ঘুমালে মা জাগে নাকি আর ?

৩য় কন্যা— মা বলা কি ফুরাল আমার ?

রোকেয়া— ওরে ভাই ! ছেড়ে গেল জননী মোদের !
এ জনমে ফিরিবে না আর !
ওগো মা জননী—
কি বোলে বুঝাই তিন তনয়ারে তোর ?
বক্ষে শুয়ে কাঁদিছে যে তারা !

কন্যাগণ ওহো পিতঃ মাতৃহীন হলেম আমরা ! !

(পটক্ষেপণ)

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[মক্কা—আবুবেকারের বাটী—মহম্মদের কক্ষ]

(আলি ও আবুবেকার উপস্থিত)

আলি— ব্যাধিমুক্ত প্রভুর দয়ায় ভাই—
গৃহ ছাড়ি হলেম বাহির!
কার্য্যক্ষেত্র সম্মুখে আবার!
কতদূর কার্য্যের এখন?
কহ শুনি অবস্থা প্রভুর!

আবুবেকার—ছিলেন পুরুষবর,
লুকাইয়ে—শত্রুর পীড়নে,
দিনকত টাইফ নগরে!
মুতাব ইবিন আদি আনিয়ে মক্কায়
প্রাণপণে প্রভু সেবা করি,
কায় মনে রাখিল গোপনে এতদিন!
আয়েষার অনুরোধে—
গভীর নিশিথে কালি—
প্রভুরে এনেছি তথা হোতে!

কন্যা মম মমতার ধন—
খাদিজার মৃত্যু দিন হোতে,
আজি দ্বিবৎসর কাল,
সাধনায় কাটাইছে কাল!
মনে সাধ বরিবে প্রভুরে!
বালিকা—বেসেছে ভাল,
মহাপুরুষের—
অনন্ত মহান প্রেমে
চাহে—কন্যা আপনা মিশাতে!

আলি— সুলক্ষণা তনয়া তোমার সাধু—
চিনেছে জীবন্ত দেবতায়!
সৌরভে মেতেছে তার মন—
দীপ্ত চারু স্বর্গীয় বিভায়,
পবিত্র অনল তার—চাহে মিশাইতে!
স্বর্গ ভোগ—করিবে মরতে!
অনন্ত প্রেমের রাজ্যে করিবে বিহার!
দেহে তার সাধুর শোণিত,
সাধু সঙ্গে হইবে উদ্ধার!

আবুবেকার—এখনও কি গুরুদেব,
এখনও নিদ্রায় অচেতন?
উষার মধুর হাসি,
পূর্ব্বাকাশে হইল বিকাশ!

(শয়ন কক্ষের পরদা উদঘাটন)

একি? শয্যা শূন্য যে পড়িয়া?
একি সর্ব্বনাশ আলি,
শয্যায় শয়ন চিহ্ন কই?
কোথা তবে গেলেন প্রাণেশ?
কে হরিল? কি হইল হায়!

আলি— সেকি কথা কহ সাধু?
কে হরিবে পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়?
কোন দস্যু—কে পারিবে—
কার সাধ্য অসাধ্য সাধন!
অন্য কক্ষে কর অন্বেষণ!

আবুবেকার—সব কক্ষদ্বার রুদ্ধ!
দেখিলেত বাহিরে অর্গল?
অর্গল খুলিয়ে এনু মোরা!
গবাক্ষ সকলি বদ্ধ!
এ বড় রহস্য বিভীষিকা!
আশঙ্কায় কম্পিত শরীর!!

(শূন্য হইতে রোয়াক পক্ষোপরি উপবিষ্ট মহম্মদের অবরোহণ)

মহম্মদ— কি দেখিছ বিস্ময় নয়নে?
স্তম্ভিত জড়ের মত,

স্থির দৃষ্টি—রুদ্ধশ্বাস কেন?
অমানুষী দেখিলে কি কিছু?

আলি— এযে গুরু নূতন ব্যাপার!
কোথা হ'তে শূন্যপথে,
উরিলেন নিশা কাটাইয়া?
অবোধ মানব মোরা,
দেবতত্ত্ব নারিগো বুঝিতে!
বল দেব একি এ ব্যাপার?

মহম্মদ— শুন তবে নিশীথ কাহিনী!
গেব্রিল আসিয়ে কালি,
ল'য়ে গেল ত্রিদিবে আমায়!
দেখিনু অনন্তধাম—
সশরীরে করিনু ভ্রমণ দেবলোকে!
পরলোক গত,
তেজ পুঞ্জ পবিত্র আত্মার সনে,
করিনু আলাপ—আর
কোটি কোটি দেবতার সনে!
অবশেষে আহা আলি,
দেখিলাম প্রদীপ্ত নয়নে,
অসংখ্য জ্যোতিষ্ক পরে থুইয়া চরণ—
পূর্ণব্রহ্ম বিদ্যুৎ বরণ দেব বিরাট পুরুষ!
শক্তিরূপে দেহ ছটা—

ছুটিতেছে দিগ্ দিগন্তরে—
রবি শশী অসংখ্য তারকা—
গম্ভীর মধুর বাদ্য ধীরে বাজাইয়া—
লুটাইয়া ঘূরিছে চৌদিকে!
মহান্ সে সুস্বর লহরি ভেদ করি—
কহিলেন পরাৎপর—
মর্ম্মে আসি করিল আঘাত!
স্থির কর্ণ পাতি একমনে
শুনিনু পবিত্র উপদেশ!
হৃদয়ের গাত্রে
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা হইল অমনি!
পড়িল পলক নেত্রে,
অন্তর্দ্ধান হলেন পুরুষ!
আইল স্বর্গীয় পক্ষী নাম আল্‌বোরাক,
পৃষ্ঠে চড়ি আইনু মরতে!!

(আয়েষার ফুলমালা করে প্রবেশ।)

কি নবিনা! কি চাহ পিরিতি?
আয়েষা— অঙ্গীকার কর রক্ষা দেব!
উদাস হৃদয়ে আর রবে কতকাল?
প্রেম প্রস্রবণ প্রাণে,
খুলেদাও ঝরুক আবার ঝর ঝরে!

মহম্মদ— কি ভাবে ভাবিনী তুমি,
ভাবিয়াছ হৃদয় আমার ?
মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র—
জান কি বালিকা—প্রেম ব্রতের নিয়ম ?
খুলিয়ে দেখালে হৃদি দেখাইতে পারি,
মন্দা স্রোতে বয় ধীরি ধীরি—
প্রেম লীলা শেষ হয় হয়,
নিবু নিবু প্রণয় প্রদীপ !
শুষ্ক প্রাণ কি করিবে ল'য়ে ?

আয়েষা— সাধন পূজনে,
ঘুমন্ত বিরহি প্রাণ জাগে পুনরায় !
পবিত্র প্রেমের মন্ত্র,
ঢালি দিব নূতন করিয়া কর্ণে তব !
ফুটন্ত কুসুম সবে আমি,
ধরা ছোঁয়া দিইনি কারেও,
তব তরে প্রিয়তম রেখেছি গোপনে—
বায়ুতেও পায়নিক বাস—
লহ বাস দেখ প্রাণ মাতে কিনা মাতে !
নয়নের প্রথম দর্শন প্রেমভাবে,
হৃদয়ের প্রথম আবেশ—হবে
তোমার—তুমি হে দেব কল্পনায় মোর,
দিবা রাতি নাচিছ প্রাণের রাজা হোয়ে !

স্বর্গীয় মাধুরি হেরি—
মুখে চোখে লাবণ্য প্রেমের!
প্রেমময় প্রবীণ প্রাণেশ তব কায়!
অনাদরে এ প্রেমে শুখাতে দিলে সাধু,
নিঠুর পাষাণ নামে হবে অভিহিত!
আমিও তোমার হতাদরে,
শুখাইব ছিন্নলতা মত!
অনুমতি দেহ প্রাণনাথ—
বরমাল্য অরপি গলায়!

মহম্মদ— প্রণয় প্রতিমা বামা—
নর হৃদে শান্তির অতুল অলঙ্কার।
অকূল পাথারে কুল,
সংসার আবর্ত্তে কর্ণধার,
রোগে শোকে অরাতি পীড়নে,
অতুলনা আনন্দদায়িনী বিলাসিনী!
বিশ্বের প্রধানা নারি,
মূল শক্তি সৃষ্টি সহায়িনী!
এস আজি সাদরে আবার,
শূন্য প্রাণ পূর্ণ করি প্রসাদে তোমার!
মিলি দুঁহুঁ অঙ্গে হই এক!!

আয়েষা— লহ প্রাণ প্রাণেশ আমার!
বাঁধি এস প্রেম ডোরে এ ফুল মালায়!!

কোমল কুসুম কিন্তু কঠিন নিগড় !
বাঁধিয়ে পড়িনু বাঁধা—
আজীবন রহিনু তোমারি প্রাণেশ্বর ।
(ফুলমালা অর্পণ ও আলিঙ্গন)

চতুর্থ অঙ্ক ।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

[মক্কা—আবুসোফিয়নের রাজসভা ।]

(সিংহাসনে আবুসোফিয়ন ও হেন্দা, দক্ষিণ পার্শ্বে আবুলাহার ও ওমজিমিয়ন, বাম-পার্শ্বে আবুজান, সম্মুখে অন্যান্য খোরিশিয়গণ উপস্থিত ।)

আবুসোফিয়ন—খোরিশিয় বংশধরগণ !
শুনিলেত সকল সংবাদ একে একে !
যথেচ্ছ আচারি হোয়ে সশিষ্য পামর—
লণ্ড ভণ্ড কোরেছে সমাজ !

বংশমর্য্যাদায় দেছে কালি!
মেদিনার মূর্খ অধিবাসীগণ সনে,
সখ্যতা স্থাপন করি,
দম্ভ তার উঠিল বাড়িয়া!
এ প্রবল বেগে,
বাধা দেওয়া বড় আবশ্যক!

ওমৃজিমিয়ন—নরনাথ মক্কার শাসক!
করা চাই কঠোর শাসন এসময়!
আরাধ্য দেবতা নিন্দি,
ধরম নীতির শিরে পদাঘাত করি,
সর্ব্বনাশ করিছে মক্কার;
প্রশ্রয় পাইলে আরও—
পাপ স্রোত বহাবে চৌদিকে,
আবাল বনিতা বৃদ্ধে—
বলে ধরি করি ধর্ম্মনাশ,
পৈশাচিক প্রথায় করিবে একাকার!
চাহ যদি রাজ্যের মঙ্গল,
জন্মভূমি করিতে উদ্ধার,
কর তবে সদুপায় কোন,
ধর্ম্মরক্ষা কর স্ত্রী পুত্রের—
নতুবা রমণী মোরা, সবে,
অভিশাপ করিয়ে প্রদান কাপুরুষে,

কাপুরুষ পতি পুত্রগণে—
নদীজলে করিব জীবন বিসর্জ্জন,
অথবা সাজায়ে চিতা,
ধর্ম্ম রক্ষা করিব অনল আলিঙ্গনে !

আবুলাহাব—রাজ্য রক্ষা তরে,
অবশ্য উপায় চাই।
মম মতে সশিষ্য পামর মহম্মদে,
মক্কা হোতে চিরদিন তরে,
নির্ব্বাসন করাই উচিত !

হেন্দা— চির নির্ব্বাসনে ভাই,
আরবের—কি হবে মঙ্গল ?
জানত সকলে বিজ্ঞ বিখ্যাত তোমরা,
প্রলোভন পাপের অধিক !
প্রলোভনে মজিবে অনেক নরনারি।
দলবৃদ্ধি করি মহম্মদ,
বলে প্রবেশিতে পারে কি উপায় তার,
কি উপায়ে বারিবে তখন তায় শুনি।
তাবিলে সহস্রবার,
নির্লজ্জের নাহি হবে লাজ !
বারম্বার করি জ্বালাতন,
জয়ী হওয়া সমূহ সম্ভব ! !

সোফিয়ান — এ কথা যথার্থ বটে !

ব্যাঘ্র শিশু বাড়িলে বিষম হয় শেষে!
আগে ভাগে নাশাই উচিত!
খোবিশিয়গণ— মহম্মদে নাশাই উচিত!
সোফিয়ন— বধ করা সত্বর সশিষ্য মহম্মদে,
সর্ব্ববাদিসম্মত উপায় যথাযথ!
আবুলাহাব—নির্ব্বোধ শিষ্যের দলে,
বিনাশে কি প্রয়োজন ভাই!
মূর্খ তারা পাপ প্রলোভনে,
স্বধর্ম্ম কোরেছে পরিত্যাগ!
শুক রক্তপাতে তাহাদের,
আশঙ্কা হইবে প্রাণে!
দলপতি বিনা,
কে আর চালাবে তাহাদের!
অসহায় হোয়ে ভয়ে বশ্যতা মানিবে!
আবুসোফিয়ন—এ যুক্তি সুসাধ্য বটে ভাই!
কাজ কি অধিক রক্তপাতে?
বিনা রক্তপাতে যদি হয় বশীভূত।
প্রহরি প্রেরণ করি,
ধৃত করি আনি মহম্মদে বন্দিশালে,
নূতন প্রাচির সনে,
দেহ তার গাঁথিয়া রাখাই রাজপথে!
অনাহারে বাঁচে যে কদিন,

মক্কার সমগ্র নর নারি,
তীব্র শ্লেষে কৌতুক করুক সে কদিন !
হেন্দা— এ পন্থা বুঝি না আমি ভাল,
মদিনার অধিবাসীগণে,
রণবেশে আসিয়া শিষ্যের কথামত,
করে যদি উদ্ধার পামরে !
এত আশা এতই মন্ত্রণা—
সব যে বিফল হবে নাথ !
আবুজান— বক্তব্য আমার,
শুন তবে কোরিশগণ !
কোরিশিয় বংশ মান,
পাপাত্মা কোরেছে কলঙ্কিত !
সবাকার কাছে অপরাধি মহম্মদ !
সবে মিলি শাস্তি দেওয়া চাই !
সমগ্র কোরিশবংশ মিলে,
শানিত ছুরিকা লয়ে করে,
চল তার আবাসে এখনি !
সবাই মিলিয়া একে একে,
বক্ষে তার দিইগে বসায়ে ছুরিকায় !
বিধর্ম্মী শোণিতে,
সমগ্র কোরিশবংশ করি গিয়ে স্নান !
তৃপ্ত হবে সবারি পরাণ !

খোরিশিয়গণ—যথার্থ বোলেছ আবুজান!
　　　শিরোধার্য্য সবারি প্রস্তাব!
সোফিয়ন— চল তবে বিলম্বে কি ফল?
　　　তীক্ষ্ণ ছুরি লয়ে করে,
　　　শোণিত পিপাসী উগ্র কেশরিব মত্ত,
　　　চল সবে আবাসে তাহার!
　　　করিয়ে শোণিত পাত,
　　　কলঙ্কের গাঢ় মসী ফেলিগে ধুইয়া!
　　　দেবোদ্দেশে নরবলি দিয়ে,
　　　করি গিয়ে দেবতার তিরিপ্তি সাধন!
　　　পিতৃপিতামহ গণ,
　　　স্বর্গ হোতে দেখুন পুলকে,
　　　প্রতিপত্তি রক্ষিতে তাঁদের,
　　　করিল শোণিত পাত বংশধরগণ!!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

[মক্কা—আবুবেকারের অন্তঃপুরস্থ প্রাঙ্গণ]

(মহম্মদ, জিয়দ, আবুবেকার, ওমার ও
আয়েষা উপস্থিত।)

ওমার— এ বড় বিষম কথা দেব!
কি প্রশস্ত উপায় এখন?

মহম্মদ— নিরুপায়ে উপায় মরণ,
অথবা অদৃষ্ট লিপি
করে ল'য়ে যথেচ্ছা গমন!
রে ওমার!
ত্যজি আত্ম পরিজন,
শিষ্য কুলে অকূলে করিয়ে বিসর্জ্জন,
প্রাণের প্রতিমা পত্নী,
মাতৃহীনা দুঃখিনী তনয়া কটি ফেলি,
আত্ম প্রাণ করিতে রক্ষণ;—
হা ওমার—চক্ষে আসে জল,
আপনা আপনি আজি—

আপনায় করি নির্ব্বাসন!
কঠোর বাসনা বিধাতার,
মস্তক রাখিতে স্থান নাহিরে মক্কায়!
হোক তাঁর বাসনা পূরণ,
কে জানে কি সুফল ফলিবে ভবিষ্যতে?
বুদ্ধির অতিত ইচ্ছা তাঁর,
ইচ্ছাময়—অমঙ্গলে মঙ্গল নিদান!!

আয়েষা— একি বজ্রাঘাত নাথ?
অকস্মাৎ বক্ষে বালিকার?
তাচ্ছল্যে ফেলিয়া সঙ্গিনীরে,
অসহায় কোথায় যাইবে অনিশ্চিত?
নারি কি সুখের ভাগি শুধু?
প্রবাসের দারুণ যাতনা,
ভাবনার জ্বলন্ত দাহন,
মরুপথ গমন শ্রমের,
কে দিবে ঔষধি বিনা সুশ্রূষা নারির?
লহ সাথে করি নাথ দাসিরে তোমার!
ভাসায়েছি ভাগ্যতরি,
একটি সাগরে দুজনায়,
তবে কেন প্রাণেশ্বর,
অকূলে আনিয়ে একা ফেলিয়ে পলাও?
উঠিয়াছে ঘুর্ণীবায়ু,

ডুবি যদি দোঁহায় ডুবিব একত্তরে!
প্রশান্ত কাণ্ডারি আমাদের,
অকূলে দিবেন কুল—বড় মনে আশ!
ছাড়িয়ে যেওনা নাথ পাথারে আমায়!!

মহম্মদ— অনিশ্চিত অগম্য পন্থায়,
একাত্ত যাবনা প্রিয়তমে!
সঙ্গে সহচর বিশ্বাধার,
অঙ্গে ধর্ম্ম বর্ম্ম—শিরে সত্য শিরস্ত্রাণ,
দৈবতেজ বাহন বিশাল।
প্রেম সুধা ক্ষুধানলে ক্ষীর,
নাম গান পানিয় প্রচুর!
সাথি সহবাসে সুখে,
নিভৃত নিবাসে পাব অনন্ত বিলাস!
রমণী লাবণ্যময়ী কুসুম কোমলা,
ধরার সুষমা সুধু শিখেছ জীবনে,
ক্লেশের কঠোর মূর্ত্তি
শক্রভীতি দীপ্ত বিভীষিকা,
রমণীর অসহ্য আযেষা!!
প্রবাসের সঙ্গিনী হইতে ছাড় সাধ!
বিভুর বাসনা পূর্ণ,
তূর্ণ হবে—ত্বরিত মিলনে,
আবার ভাসিব সুখে প্রেমানন্দময়ী!

আসিব নবীন বেশে,
নবোৎসাহে নূতন মক্কায় !
জলন্ত অগ্নির মত,
জন্মভূমি চিনিবে আমায় ! !

আয়েষা— হায় সাধ সোণার সংসার,
সাজাইনু কত তপস্যায়,
হত ভাগিনীর ভাগ্য দোষে,
অকালে ভাঙ্গিয়ে যায়—যায় !
কত আশা মনে মনে,
কল্পনায় কতই গেঁথেছি মালা প্রেমে,
সকলি যে শুখায় এখনি !
এই সবে মত্ততা প্রাণের !
এ হেন জীবন্ত প্রাণে,
কোন প্রাণে দিব বলিদান !
কি সুখে একেলা নাথ কার মুখ চেয়ে
প্রাণ ধোবে [illegible] এ কারায় ?
হারে পোড়া পিশাচ নির্দ্দয় অরিদল,
পাইলি না [illegible] সময় ?
অভাগীর [illegible] তোলা ফুল,
ফুটিতে [illegible] ঝরালি ?
শুথাইলি [illegible]!
প্রাণের [illegible] ভেদী,

অভিশাপ জলন্ত উঠিল অগোচরে—
মস্তকের মণি ফনিনীর,
লুকালি—যেমন প্রেতদল,
সহ্য কর তেমনি দংশন কালকূট!
সতীর সুতীব্র অভিশাপে
দগ্ধ হবি পঞ্জরে পঞ্জরে!!
বড় জ্বালা প্রাণেশ্বর—
এ দহন নিবিবে কি—মোলে?
তুমিও যাইবে দয়াময়—
পড়ে রব আমিও ধরায়!
কি আর বলিব শেষ!
থাকে প্রাণ দেখা হবে এলে!

মহম্মদ— আশার আশ্বাস বড় মধু!
জীবনের প্রধান সহায়!
আসিব কল্যানী ফিরে,
কল্যাণ কামনা কর তুমি!!
ওমার জিয়দ দুটি ভাই—
প্রাণের অধিক প্রিয় মোর!
আয়েষা রহিল ঘরে,
রক্ষা তার তোমাদের করে।
সাবধানে—সত্যের সাহসে—
সাহসী দৌহায় থাক হেথা!

গৃহস্বামী—আর কেন ?
আসিছে অরাতি দল—অলক্ষণ আর !
চল দোঁহে একাঙ্গ হইয়ে,
ভবিতব্যে পড়িগে ঝাঁপায়ে !

আবুবেকার—রুদ্ধ হৃদয়ের স্রোত,
বাহিরিল বাক্যে তব প্রভু !
আশার বিমল জ্যোতি,
ভাতিল হৃদয়াম্বরে—পূর্ণ জ্যোছনায় !
তব সাথে কে পায় থাকিতে ?
সদা সাহচর্য্য তব,
কজনার ভাগ্যে ঘটে দেব !
আজি ভাগ্য প্রসন্ন আমায় ! !
চল দেব যথা অভিরুচি !
ভুলিনু সংসার প্রিয়জনের মমতা,
জন্মভূমি দেহগো বিদায় !
পবিত্র ধর্ম্মের লাগি, শত্রুর পীড়নে,
আহা—রে অজ্ঞান অরিদল !
চলিনু জীবন্ত মহাপুরুষের সনে,
শিখিতে নূতন পন্থা—
অন্ধকার হরিবে যা হ'তে স্বদেশের ! !
ভগবন্! সাথি হও দেব !

ওমার—　হা হা ভাগ্য ! সর্ব্বনাশ !!

প্রাণ কেন এত সকাতর প্রভু!
কাঁপে দেহ—আই ঢাই প্রাণ,
ছাড়িছে জীবনী যেন
এদেহ পিঞ্জর খালি করি!
ঘুরিছে মস্তক—চক্ষে একি দেখিলাম?
ঘোর অন্ধকার উহুঃ একি?
ঝলসি নয়ন কেন ঝকে গো তড়িত!
কি বিপদ বুঝি না যে দেব?

মহম্মদ— অন্ধকার বিবর চিন্তার—
মিলনাশা দামিনী ঝলক্!
শান্ত হ ওমার ফিরে আসিব সত্বর!!
প্রাণের জিয়দ ওকি?
রক্ত আঁখি আরক্ত বদন!!
সঞ্চালিত সঘনে মস্তক!
আইল যে বিদায়ের কাল!

জিয়দ— (গদগদ কণ্ঠে)
কি রহিল তবে এ দাসের?
হারায়েছি স্নেহময়ী মাতা!
এখনও বক্ষে সে শেল বিদ্ধ উহুঃ মরি!
অনাথ করিয়ে পিতা—
বিসর্জ্জীয়ে সংসারে একক—
চলিলেন—ফিরিবার আশা নাই নাই—

উহু: মাগো— (ক্রন্দন)

মহম্মদ— নিশ্চিন্ত হইয়ে রহ!
আসিব নিশ্চয় রে প্রিয়দু!
কেঁদোনা প্রতিজ্ঞা মোর যেতে পারে টলি!
আয়েষা! বিদায় দাও—
বিলম্বিলে ঘটিবে বিপদ!

আয়েষা— বিদায়ত দিয়েছি প্রাণেশ—
পাষাণে বাঁধিয়ে বুক!
করিতেছি মঙ্গল কামনা!
জানিনা এখনও কিবা ঘটে এদাসীর!
অদর্শনে বাঁচি কিম্বা মরি—
কাঁদিব না অমঙ্গল—এস নাথ এস—

(চক্ষে বস্ত্র প্রদান)

[মহম্মদ ও আবুবেকারের প্রস্থান।

কই? কই? পালাল নিঠুর?
শেষ দেখা—দেখাত হোলনা প্রাণ তোরে?
চকিতে মিলায়ে গেলে—নাথ?
হৃদয়—হৃদয়—কই—এ দেহে হৃদয়—
হৃদয়ও কি উপে গেল? কোথা?
ওগো! কেউ কি তোমরা দেখিলে না—
সর্ব্বনাশ হোল যে আমার?

কাঁদিতে পারিনা কেন?
বিদায়ে কাঁদিতে পেলে,
উপশম হবে কি জ্বালার?
তোমরা কি—ওগো কথা কও—
নির্জীবের মত যে তোমরা?
আঃ জ্বালা অসহ্য হোল যে?
অভাগিনী—উহু অনাথিনী—
কত সাধ রোয়ে গেল প্রাণে!
কাঁদিতে রাখিয়ে গেলে নাথ!!

(রোদন গীত)

রাগিণী বেহাগড়া।

ভাঙ্গিল আমার সোণার সংসার।
বাসনা প্রাণের হোল ছারখার॥
ঝরিতে রহিল নয়ন নীর,
অবিরল ধারে করে অথির;
মুছাতেত কেউ নাইরে,
অভাগীর কেউ নাইরে,—
যে দিকেতে চাই সে দিকই আঁধার॥

—

পটক্ষেপণ।